রাজ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, তথাপি তাঁহাকে রাজবংশ হইতে পতিত হইতে হইবে বলিয়া রাজা এ বিবাহে সম্মতি প্রদানে অনিচ্ছু। এমন সময়ে রাজ্ঞী সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি রোগশয্যায় রাজাকে অনুরোধ করিলেন যে অসকর যুদ্ধের প্রতি আসক্ত, সুতরাং তাহার প্রতিবন্ধকতা করা তাঁহার অনুরূপ কার্য্য নহে। রাজা ইহাতে বিচলিত হইয়া পত্নীর প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে অগত্যা বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন। এই বিবাহে রাজপুত্র রয়াল হাইনেস ও গটল্যাণ্ডের ডিউক (Royal Highness and "Duke of Gotland") উপাধি, রাজত্বের স্বত্ব, ষ্টকহলমের প্রাসাদ ও রাজসভাপ্রদত্ত বাৎসরিক বৃত্তি হইতে পরিচ্যুত হইয়াছেন। ভবিষ্যতে তাঁহাকে কেবল "প্রিন্স বার্ণেভাট" বলা হইবে এবং তিনি একজন সম্ভ্রান্ত নগরবাসীর ন্যায় গণিত হইবেন মাত্র। তিনি এক্ষণে সুইডেনের রণতরীর অধ্যক্ষ, কিন্তু এই পদ তিনি নিজগুণেই লাভ করিয়াছেন। রাজকীয় মান সম্ভ্রম পরিত্যাগ করিয়াও তিনি আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করিতেছেন। সম্রাজ্ঞী ইতিমধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, এবং পুত্র ও বধূ লইয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছেন। বিবাহ লণ্ডনে মহা সমারোহে সম্পন্ন হইবে।

অদ্ভুত বিবরণ।

(১) ডসন নামক একব্যক্তি কঙ্কাল আয়োয়ার অন্তঃপাতি পার্সিনগরে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরীভূত জন্তুর দেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ডিমরনি নদী তটস্থ ভূনিম্নে প্রোথিত ছিল। ইহার প্রকাণ্ড মস্তক শরীর হইতে পৃথক হইয়া কিছু দূরে পতিত রহিয়াছে, কেবল শরীরের পরিমাণ ৪০ ফিটেরও অধিক দীর্ঘ পুচ্ছ দেশে ৯ ফিট অন্তর শরীরে প্রশস্ততা ৪½ ফিট। ডসন অনুমান করেন এরূপ বৃহজ্জাতীয় জন্তু অঙ্গারক যুগে বর্ত্তমান ছিল, এক্ষণে ইহার বিলোপ হইয়াছে। ইহা গাঢ় নীলোপলস্তর মধ্যে নিহিত ছিল। ইহার আশে পাশেও অনেক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ পাষাণাকারে অবস্থিত দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার অন্ত্রদেশে ধাতু সংসৃষ্ট পাষাণে পরিণত। (২) ফ্রাঙ্ক কুশমান নামক একব্যক্তি টক্সনের উত্তর পশ্চিম ৪০ ক্রোশ দূরে আরিজোনার সরণনদের উপত্যকার প্রদেশে একটি ভগ্ন দেবমন্দির আবিষ্কার করিয়াছেন। মন্দিরটী অনেক তল উচ্চ ছিল এবং ইহার ভিত্তি খাত অত্যন্ত

গম্ভীর। ইহা রৌদ্র শুষ্ক ইষ্টকে নির্ম্মিত। ইহাতে বিলক্ষণ শিল্প নৈপুণ্য আছে। নিম্নতলে অনেক খিলান ময় গৃহ আছে এবং তন্মধ্যে দেবপূজার অনেক দ্রব্য সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে রাজপথ ও গৃহশ্রেণীর ভাগবিশেষ দৃষ্টি করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে এস্থানটী বহুকাল পূর্ব্বে একটী জনপূর্ণ নগর ছিল। একটী স্থান খনন করিয়া ২০০ টীর অধিক সমাধি কুটির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেক প্রস্ত চিনার বাসন। প্রস্তরের কুঠার, হামামদিস্তা ও হাড়ের স্থঁচ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। গম, যব, ও অন্যান্য শস্যের অঙ্গারময় বিকৃতাবস্থা দৃষ্ট হইয়াছে এবং নগর মধ্যে একটী খাল প্রবাহিত ছিল, তাহারও অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। সমস্ত উপত্যকা যে কর্ষিত ভূমি ছিল, তাহারও অনেক নিদর্শন আছে। কুশমান অনুমান করেন এই নগরে প্রায় ২৫০০০ লোকের বাস ছিল। যে কারণে পম্পে নগর ধ্বংশ হইয়াছে, ইহারও কারণ তাহা। ভীষণ ভূমিকম্পে সমস্ত নগর ভূমিসাৎ ও অধিবাসীগণ প্রোথিত হইয়াছে। কতক লোক মেক্সিকোতে পলায়ন করিয়া থাকিলে আদিম মেক্সিকোবাসীরা তাহাদিগেরই বংশধর।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের নূতন রাজপ্রতিনিধির পত্নী লেডী ল্যাণ্ড্সডন কাউণ্টেস ডফারিণ ফণ্ডের মধ্য কমিটীর প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। আমরা আশা করি ইনি লেডী ডফারিণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

২। গত ১৪ই মে ক্যানেডাবাসীরা তাঁহাদিগের শাসন কর্ত্তা লর্ড ল্যাণ্ডস্ডনকে বিদায় কালীন অভিনন্দন দিয়াছেন। ইনি শীঘ্রই সস্ত্রীক ভারতে উপনীত হইবেন।

৩। পিতৃহত্যাপরাধী নীলমাধব মিত্রের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চের পুনর্বিচারে এইরূপ মীমাংসা হইয়াছে। এ ব্যক্তির হত্যাকার্য্যের সাক্ষী কেহ নাই, নিজ মুখে পূর্ব্বে দোষ স্বীকার না করিলে বোধ হয় আদৌ অপরাধী বলিয়া গণ্য হইত না।

৪। রায় সুরজমল ঝুন্ঝুনওয়ালা বাহাদুর কলিকাতার জগন্নাথ ঘাট ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটের মধ্যে একটী শ্রাদ্ধ ঘাট নির্ম্মাণার্থ পোর্ট কমিসনের হস্তে ১০ হাজার টাকা দিয়াছেন, এই ঘাটে হিন্দুগণ আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিবেন।

৫। ফ্রান্সের বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট-পত্নী মাদাম কর্ণেট একজন প্রসিদ্ধ বিদুষী। তাঁহার ন্যায় সর্ব্ব গুণসম্পন্না মহিলা অতি অল্পই আছেন। তিনি একজন ভাষাবিদ্ বলিয়াও বিদ্বন্মণ্ডলী মধ্যে সুপরিচিতা।

৬। মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট ডায়াজের সহধর্ম্মিণী মেক্সিকো নগরে শ্রমজীবী স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী বাসবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা যখন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ এই গৃহে পরিরক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া থাকে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অমৃত পুলিন...ইতিবৃত্ত মূলক উপন্যাস, একজন পরিব্রাজক প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। আমরা ইহার স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া দেখিলাম, লেখা বিশুদ্ধ, সরস এবং চিত্তাকর্ষক। পাঠিকাগণ এতৎপাঠে আমোদিত হইবেন।

২। সাহিত্য-কুসুম প্রথম ভাগ, শ্রীতারিণীচরণ মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহাতে নীতি ও জ্ঞানগর্ভ কতকগুলি প্রবন্ধ আছে। পুস্তক খানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য।

৩। ৪। উপরিউক্ত গ্রন্থকারের প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রাপ্ত হইলাম, মূল্য যথাক্রমে ।০ ও ৵০ আনা। এ দুই খানিই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী। গ্রন্থকার একজন শিক্ষক, এবং ব্যাকরণ শিক্ষা প্রণালী যেরূপ প্রকটন করিয়াছেন, তাহা সহজ অথচ সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ। ছাত্রেরা প্রথম শিক্ষা পাঠ করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলে বাঙ্গালা ব্যাকরণে এক প্রকার সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

৫। বিবেক—এই নামে একখানি পাক্ষিক ধর্ম্ম বিষয়ক পত্র ভারত মিহির যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। ইহার লেখা সুন্দর, বিষয় গুলিও সুনির্ব্বাচিত, তবে প্রবন্ধগুলি অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ হইতেছে। বিবেকের রুচি স্থানে স্থানে বিশুদ্ধ ও প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না। আমরা বিবেককে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, নির্ম্মল ও পরিপুষ্ট দেখিতে চাই।

৬। ক্রীড়া ও কৌতুক, তাহিরপুর তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত—পাঠক সমাজকে আমোদিত করা এ পত্রিকার উদ্দেশ্য, ১ম সংখ্যার লেখা দেখিয়া এ উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করা যায়। এরূপ পত্রিকার যে প্রয়োজন আছে, তাহার

সন্দেহ নাই। তবে সম্পাদককে একটী অনুরোধ, নির্দ্দোষ ভাবে আমোদ প্রমোদ দিতেই চেষ্টা করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম ও নীতি সাধারণের উপহাসের বস্তু হইয়াছে, দেশের কল্যাণার্থে এরূপ উপহাসের যেন পোষকতা না করেন।

বামারচনা।

"ভুলনা আমায়"।

১

সেই একদিন—
　　রুচিরা প্রকৃতি বালা
　　সাজায়ে বসন্ত ডালা
দিতেছেন উপহার প্রিয় বসুধায়;
　　ফুটন্ত কুসুম-কলি
　　সবে মিলে গলাগলি
হাসিয়া পড়িছে সুখে এ উহার গায়।
　　আসিতে দেখিয়া সাঁঝে
　　কে জানে কিসের লাজে
ডোবো ডোবো রবিখানি পশ্চিমে লুকায়।
　　মধুর সময়ে সেই
　　মধুমাখা কথা এই
শুনিলাম "মনে রেখ ভুলনা আমায়।"

২

সেই একদিন—
　　গভীর আঁধার রাতি
　　নিবায়ে ঘরের বাতি
শুয়েছি, নয়নে ঘুম আসে আসে প্রায়
　　একটু চেতনা আছে
　　শুনিনু কাণের কাছে
তোমরা গাহিছে গীতি বকুল মালায়।
　　হোথা কোপডাকী জলে *
　　ঝপ ঝপ তরী চলে,
দাঁড়ী মাঝি গেয়ে গেয়ে দু'কূল মাতায়।
　　সে মধুর আধ ঘুমে
　　গানের মধুর ধুমে
শুনিনু মধুর তর "ভুলনা আমায়"।

৩

সেই একদিন—
　　মেঘেতে আকাশ ঢাকা
　　জগত কালিমা-মাখা
উজলা বিজলী খেলে জলদের গায়;
　　ঝম ঝম রব করি
　　সলিল পড়িছে ঝরি
ভাসিয়া যেতেছে বিশ্ব সে মহা ধারায়;
　　যার যত আছে বল
　　নিনাদিছে ভেক-দল
উপরে হুঙ্কারে বাজ, পড়ে বা মাথায়!
　　তখন পাইয়া পত্রে
　　দেখি লেখা শেষ ছত্রে
আবার আবার সেই "ভুলনা আমায়"।

* নদী বিশেষ।

৪

সেই এক দিন—
        বৈশাখে গরম রেতে
        একটু আরাম পেতে
জানালা খুলিয়া সেবি সুশীতল বায়;
        বিমল জ্যোছনা রাশি
        মুক্ত বাতায়নে আসি
ঢালিছে মধুর হাসি পড়ি বিছানায়।
        ঘুমন্ত মুখের পর
        খেলিছে চন্দ্রমা কর
রঞ্জিয়াছে মনোহর নবীন আভায়!
        দেখি তাই ফিরে ফিরে
        হেন কালে ধীরে ধীরে
ঘুমায়ে ঘুমায়ে ধ্বনি "ভুলনা আমায়।"

৫

"ভুলনা আমায়"
        যখনি শুনেছি কাণে
        বেজেছে একই তানে
তারে তারে হৃদয়ের! মনে প্রাণে গা'য়,
        তবুও কিজানি কেন
        এই শুনিলাম যেন!
পলকে নূতন হয়ে পরাণে খেপায়!
        সেই যে মোহিনী গাথা
        মরমে মরমে গাঁথা
কখন আগুন জ্বালে কখন নিবায়।
        কভু ডুবি কভু ভাসি
        কভু কাঁদি কভু হাসি
জপি সেই মূল মন্ত্র "ভুলনা আমায়।"

৬

ভুলিব তোমায়?—
        ভুলিব কি হরি! হরি!
        ভুলিব কেমন করি,
আপনার হৃদি-পিণ্ড ভোলা নাকি যায়?
        মানবে কি ভোলে আশা
        ভোলে প্রেমী ভালবাসা
ভোলে কি সাধক-চিত ধ্যেয়
                দেবতায়?—
        স্মরিয়া কাহার নাম
        আছি এ শ্মশান ধাম
বহিছে কাহার স্রোত শিরায় শিরায়?
        মরি বাঁচি নাহি দুখ
        হৃদয়ে তোমারি মুখ
রয়েছি তাহাই দেখে এ মরু ধরায়।
        চির আরামের গেহ
        প্রেমময় মাখা স্নেহ
জীবনে ভরসা বল মরণে সহায়!
        ভুলি দুখ ভুলি পাপ
        ভুলি শোক ভুলি তাপ
উলঙ্গ উন্মত্ত প্রাণে আরাধি তোমায়।
        এ "মোহ, ঘুমের ঘোর"
        যেন রে ভাঙেনা মোর,
ও মুখ ভাবিয়া যেন জীবন ফুরায়।
        বিধি-বিধি ধরি শিরে
        যে দিন যাইব ফিরে
দেখিও অমৃতাক্ষরে কি লেখা আত্মায়।

প্রিঃ—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮২ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯৫—জুলাই ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দুঃসংবাদ—ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ রাজজামাতা জর্ম্মণ সম্রাট্ ফ্রেডারিক গত ১৬ই জুন জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ৮ মাস ধরিয়া কণ্ঠনালীর উৎকট পীড়া ভুগিতেছিলেন, ৩ মাস পূর্ব্বে ইঁহার বৃদ্ধ পিতা সম্রাট্ উইলিয়মের মৃত্যু হয়, তৎপূর্ব্বেই ইঁহার মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। বৃদ্ধ সম্রাট্ সৌভাগ্যক্রমে পুত্রশোক এড়াইয়াছেন। জর্ম্মণি ও ইংলণ্ডের দিগ্‌গজ ডাক্তারেরা বহু চেষ্টা করিয়া ইঁহাকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। ইনি যেমন রণকুশল, সেইরূপ রাজনীতিজ্ঞ ও উদারপ্রকৃতি ছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিক্টর উইলিয়মের বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর, তিনিই সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

গ্রীষ্মাতিশয্য—১০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭৯ সালে কলিকাতায় ভারী গ্রীষ্ম হয় তাহাতে তাপমান যন্ত্রে পারদ ১০৩ ডিগ্রি উঠে, কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ১০৮ ডিগ্রি উঠিয়াছে। এরূপ গ্রীষ্ম এদেশে কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। এলাহাবাদে উত্তাপ নাকি ১১০ হইতে ১২০ ডিগ্রি উঠিয়াছিল এবং লোকদিগের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছিল। গ্রীষ্মাতিশয্যে কয়েকটী লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—বর্দ্ধমানের বৃদ্ধা মহারাণী উক্ত সহরে একটী বালিকাবিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছেন। বিদ্যালয়টী লেডী বেলির নামে উৎসর্গীকৃত হইবে। জাতি ধর্ম্ম বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল বালিকা এখানে বিনা বেতনে পড়িতে পাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইতে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ১৯৩ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উক্ত পরীক্ষায় ৯৩ জন উত্তীর্ণ হন; এই সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক এদেশীয় মহিলা। শতকরা পুরুষ অপেক্ষা রমণী অধিক উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অন্তর্জাতীয় বিবাহ—ভিন্ন জাতি মধ্যে বিবাহ হিন্দুদিগের মধ্যে অতিশয় বিরল; সম্প্রতি একটী মহারাষ্ট্রীয় বালিকার সহিত একটী বাঙ্গালি যুবকের শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কন্যা স্কুল সকলের ডেপুটী ইনস্‌পেক্টর মধুসূদন রাও মহাশয়ের দুহিতা, বর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এ, পুরী গবর্ণমেণ্ট স্কুলের একজন শিক্ষক।

স্ত্রী চিকিৎসা শিক্ষা—এতদ্দেশীয় ১৫ জন যুবতী কলিকাতাস্থ কাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের স্ত্রীচিকিৎসা-শিক্ষা বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছেন; ইহাদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ জাতীয়। তিন জন ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভর্ত্তি হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট গুলি গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নির্দ্দিষ্ট প্রবেশিকা পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাইয়া স্কুলে প্রবেশ করিয়াছেন। ১৫ জনের মধ্যে ১০ জন ছাত্রী মাসিক ৮ টাকা হারে ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ৫ জন বিনা বেতনে পড়িতে অনুমতি পাইয়াছেন।

মহিলা শিল্প মেলা ফণ্ড—এইরূপ একটী ফণ্ড সংস্থাপিত দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে নিম্নলিখিত মহিলাগণ চাঁদা দিয়াছেনঃ—শ্রীমতী জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী ২০০৲, শ্রীমতী স্বর্ণলতা ঘোষ ৫০৲, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ৫০৲, শ্রীমতী সরলা রায় ২৫৲, শ্রীমতী ললিতা রায় ৫০৲, শ্রীমতী বরদাসুন্দরী ঘোষ ৩০৲, শ্রীমতী প্রসন্নতারা গুপ্ত ২৫৲, শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী ২৫৲, শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী ৫৲, শ্রীমতী চন্দ্রমুখী বসু ৫৲, শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাস ৫৲, শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী ৫৲, শ্রীমতী হেমলতা ভট্টাচার্য্য ২৲, শ্রীমতী বিনোদা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, শ্রীমতী বিধুমুখী চৌধুরী ২৲, শ্রীমতী সুশীলা চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীমতী প্রেমতরঙ্গিণী ২৲, শ্রীমতী মোক্ষদা মোহিনী কর ২৲, শ্রীমতী বিধুমুখী বসু ২৲, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু ২৲, শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ৪৲ ও শ্রীমতী কামিনী সেন ২৲।

———:*:———

বৈদিককালে নারীগণের অবস্থা।

"প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ" প্রবন্ধ মধ্যে নারীজাতির জীবনচরিত বর্ণনা করিতে করিতে, বৈদিক সময়ে অঙ্গনাদের বিবরণ লিখিতে ইচ্ছা হয়; অবকাশাভাবে এত দিন যে কামনা-পূরণের চেষ্টা করিতে পারি নাই। অদ্য পাঠিকাদিগকে অতি প্রাচীন কালের কাহিনী উপহার দিতেছি, গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

১। যে সময়ে ঋষিগণ বেদমন্ত্র রচনা করিতেন, তখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই যজ্ঞীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। এখন যেমন কেবল পুরুষেরাই পুরোহিতের কর্ম্ম সম্পাদন করিবার অধিকারী, পূর্ব্বে সেরূপ প্রণালী প্রচলিত ছিল না। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি বলিয়াছেন,—"হে ইন্দ্র! তোমার উপাসক পাপদ্বেষ্টা যজমান-দম্পতী তোমার তৃপ্তির উদ্দেশে অধিক পরিমাণে ঘৃতাদি দিতেছেন (১ম, ১৩১ সূ, ৩ঋ)। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ১৪৩ সূক্তে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতেও ঐ রূপ প্রতীতি হয়। স্থলান্তরেও এই বিষয় উল্লিখিত আছে (৫ম, ৪৩সূ)। বিশ্ববারা নারী অত্রিবংশীয়া বিদ্যাবতী রমণী নিজেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন (৫ম, ২৮সূ)।

২। বেদের সময়ে দুহিতারা পিতৃধনের অধিকারিণী হইতেন, ইহার স্পষ্ট বিধান দেখা যায়। গৃৎসমদ ঋষি ইন্দ্রের স্তোত্র করিতে করিতে এক স্থানে বলিয়াছেন,—"হে ইন্দ্রদেব! পিতামাতার নিকটে যাবজ্জীবন অবস্থিতা কন্যা যদ্রূপ নিজ পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে, তদ্রূপ আমি তোমার সমীপে বিত্ত যাচ্ঞা করিতেছি (২য়, ১৭সূ)।

কেহ কেহ অনুমান করেন, অপরিণীতা দুহিতারাই এরূপ অংশ পাইতেন। এই অনুমান সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। পিতামাতার নিকট "যাবজ্জীবন অবস্থিতি-কারিণী" শব্দ দৃষ্টে তাঁহাদের ঐরূপ মনে হইয়া থাকিবে। ঐ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বটে। পূর্ব্বে কতকগুলি নারী অনূঢ়া থাকিতেন। ইয়ুরোপেই মিস্ অর্থাৎ কুমারী সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছে, ভারতে ছিল না, যাঁহাদের এরূপ সংস্কার, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রম দূরীভূত হইবে। ইহা অন্য রূপ হওয়াও সম্ভব। এখানকার "ঘরজামাই" প্রথার ন্যায় পূর্ব্বেও ঐ রূপ প্রথা বর্ত্তমান ছিল, বোধ হয়। ঐ রূপ স্থলে কন্যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত জনকভবনেই অবস্থান করিতেন। অথবা কতকগুলি বিধবা কন্যা পিতৃ-সমীপে থাকিতেন। বোধ হয়,তাঁহাদের পক্ষে ঐ বিধি ছিল। বেদের সময়ে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্ব স্থলেই যে পতিহীনার পরিণয় হইত, এরূপ কেহই বলেন না। বিধবারা পাশক্রীড়ায় অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; সুতরাং কতিপয় বিধবা পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেন না।

বিধবাবিবাহ বর্ণন-সময়ে এই প্রস্তাবেই এই বিষয় আলোচনা করিব। উল্লিখিত তিন প্রথা প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নয়। সে যাহা হউক, স্থলবিশেষে দুহিতারা পিতৃ-সকাশে অর্থ পাইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩। বিধবারা অর্থাগমের নিমিত্ত পাশক্রীড়ায় নিযুক্ত হইতেন। পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করার নিয়মও পুরাকালে ছিল। বোধ হয়, অর্থোপার্জ্জন অনায়াসে সম্পন্ন হইবে বলিয়া বিধবারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহার বিষয় ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১২৪ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। পৌত্র না জন্মিলে, পূর্ব্বকালে দৌহিত্রকে পৌত্রস্থানীয় করিবার ব্যবস্থা ছিল। সুতরাং ধনাধিকার, সুখসম্ভোগ বা সম্মান প্রদর্শন সকল বিষয়েই কুলকামিনীরা সৎকৃত হইতেন। কন্যার গর্ভ সঞ্চার হইলেই, কন্যার পিতা হৃষ্টচিত্তে কালাতিপাত করিতেন। বেদের স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়, পুত্র সম্পত্তির অধিকারী, কন্যা সম্মানের পাত্রী (৩ম, ৩১ সূ)।

৫। নৃপকুমারীদের ঋষিকুলে বিবাহ চলিত। শ্যাবাশ্ব ঋষি যে সূক্তে ৫ মণ্ডলের ৬১ সূক্তে মরুদ্গণের ও অন্যান্য দেবতার স্তোত্র রচনা করেন, তাহাতেই সপ্রমাণ হয়, ঋষি-কুলে ও রাজবংশে উদ্বাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ছিল না। বিবাহ সময়ে কন্যা ও ধনাঢ্য বর, স্বর্ণাভরণ পরিধান করিতেন (৫ম, ৬০ সূ)। বেদ-ব্যাখ্যাকার আচার্য্য, সায়ণ মহোদয় বলেন যে, একদা দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি, যজ্ঞ-সম্পাদনার্থে অত্রিগোত্রসম্ভূত অর্চ্চনানাকে পুরোহিতের কার্য্যে অভিষিক্ত করেন। পুরোহিত অর্চনানা, রাজা রথবীতির নিকট তদীয় কন্যাকে অবলোকন করিয়া, তাঁহার সহিত নিজ তনয় শ্যাবাশ্বের বিবাহের প্রস্তাব করেন। রাজা সম্মত হন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে রাজ্ঞীর সম্মতি পাইলেই কন্যা পাত্রস্থ করিব। মহিষী এই বলিয়া অসম্মতি প্রকাশ করেন, আমাদের কুলে ঋষির সহিতই কন্যাদের পরিণয় হয়। শ্যাবাশ্ব ঋষি নহেন, অতএব কেমন করিয়া পরিণয় সংঘটিত হইবে? শ্যাবাশ্ব ঐ সকল কথা শুনিয়া কঠোর তপস্যা-বলে ঋষি হইবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এক দিন তরন্ত রাজার পত্নী শশীয়সীর সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে, রাজ্ঞী, শ্যাবাশ্বকে বাটীতে লইয়া গিয়া গোধন, ভূষণাদি সম্প্রদান করেন। রাজা তরন্তের ও তাঁহার মহিষীর নিকট পূজিত হইয়া, শ্যাবাশ্ব, ঐ রাজার ভ্রাতা পুরুমীঢ়-সকাশে গমন করেন। গমন-কালে মরুদ্গণের সঙ্গে শ্যাবাশ্বের সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। এই অবধি শ্যাবাশ্ব ঋষি হইলেন। তখন রথবীতি রাজার দুহিতার সহিত তাঁহার পরিণয় হইল। ইহাতে বিল-

ক্ষণ জানা গেল, ঋষিদের তখনও স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্ট হয় নাই।

৬। স্ত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন না হইলে, অন্যজাত পুত্র (অর্থাৎ দত্তক) গ্রহণ করিবার রীতিও কিয়ৎ পরিমাণে বৈদিককালে প্রচলনের চেষ্টা হইতেছিল, ইহার সূচনা দৃষ্ট হয়। ৭ মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তে ইহার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে স্মৃতি গ্রন্থে এরূপ স্থলে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্ত্রীজাতির পক্ষে বেদের এই বন্দোবস্ত নিতান্ত অনুকূল।

৭। বয়ঃস্থা হইলে, কন্যার বিবাহ হইত। "বিবাহ-লক্ষণ-যুক্তা" কন্যার বিবাহ-বিষয়ের প্রসঙ্গ ১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের দুই স্থানে দেখা যাইতেছে। স্থল-বিশেষে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেও হইত। অধিকাংশ স্থলে অধিক বয়সেই বিবাহের নিয়ম ছিল।

৮। সপত্নীদের উপর প্রাধান্য প্রাপ্তির চেষ্টা দেখিয়া বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছে, বৈদিক সমাজে একাধিক দার পরিগ্রহ করিবার প্রথা বর্ত্তমান ছিল। এক একটী সূক্ত, কেবল এই উদ্দেশ্যেই বিরচিত। একের অধিক পত্নী গ্রহণ বেদের এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহা সাধারণ নিয়ম নয়।

৯ বামাগণ সংবৃত হইয়া অর্থাৎ বস্ত্রাচ্ছাদিত শরীরে ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে গতি-বিধি করিতেন, ইহারও নিদর্শন বেদে রহিয়াছে (৮ম, ১৭সূ, ২৬সূ)। লজ্জাশীলতাই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা নহে। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে পরিচ্ছদের উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিমোত্তর অঞ্চলে বেশভূষার যে সুন্দর ব্যবস্থা আছে, বোধ করি বৈদিক সমাজের প্রণালী তদনুরূপ বা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এখনও আমাদের দেশে অধিকাংশ স্থলেই পরিচ্ছদ পরিধানের সুবন্দোবস্ত নাই। যদি বেদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে, তবে এসম্বন্ধে আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

১০। স্ত্রীলোকে পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন। পতিংবরা বা স্বয়ংবর সংবাদ বেদেই প্রথম শুনিতে পাওয়া যায়, পুরাণে ইহারই অনুসরণ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারীকুলের প্রতি আরও অনেক সদাচার প্রদর্শনের নির্দ্দেশ আছে। যথা, স্ত্রী পুরুষে যুদ্ধ করা অন্যায় বলিয়া স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। এটী সভ্যতা ও শিষ্টাচারের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।

১১। বিধবাবিবাহ বেদের অনুমোদিত। একটী ঋক্ অনুবাদ করিয়া দিলাম, পাঠিকারা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। বিধবার বিবাহ না দিলে পাপ হইবে, এরূপ বিধান কুত্রাপি নাই, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন। স্বামি-হীনা অবলা স্থল-বিশেষে দেবরকে পতিত্বে গ্রহণ করিতেন (১০ম, ৪০সূ)। উড়িষ্যা প্রদেশে ভ্রাতৃজায়ার পাণিগ্রহণ

কেবল দেশাচার প্রথা নয়, বরং বেদেরও সম্মত মত। বেদের বিধান এই :—

"এই রমণীরা বৈধব্য যন্ত্রণা অনুভব না করিয়া, অভিমত স্বামী পাইয়া ঘৃত ও অঞ্জন সহিত গৃহে প্রবিষ্ট হউক। অশ্রুজল বিসর্জ্জন না করিয়া নীরোগ ও সালঙ্কারা হইয়া গৃহে আসুক।"

ফুলজানি বেগম।

মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের প্রাসাদ মধ্যে একটী মনোহর উদ্যান ছিল। সেই উদ্যানে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুন্দর উৎস ছিল—তাহা হইতে দিবারাত্রি গোলাপপুষ্পবাসিত জল উৎসারিত হইয়া উদ্যানের বায়ু সর্ব্বদা সুগন্ধ পূর্ণ করিত। এখন সে উদ্যান নাই, সে উৎসটীও নাই—কেবল তাহার নিম্নদেশস্থ ভগ্ন প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে। সেই প্রস্তরের এক পার্শ্বে পারস্য ভাষায় আজিও এই কয়েকটী ছত্র লিখিত দেখা যায় ;—

"যদি জানিতাম এই ফুলে এত প্রেম, তাহা হইলে উহা যে বৃকে ফুটিয়াছিল তাহা হইতে উহা কখনও উৎপাটিত করিতাম না।"

কিছুকাল পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে একজন মুসলমান ফকীর বাস করিতেন। নবাবের উদ্যানস্থিত ঐ উৎস এবং তাহার নিম্নদেশস্থ প্রস্তরের উপর খোদিত উপরিউক্ত বাক্যের ইতিহাস তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তিনি উহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই ;—সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের নিকটে গঙ্গা তীরে হরিশ-নামে একটী গ্রাম ছিল। গ্রামটী অতি ক্ষুদ্র। কতকগুলি মৎস্যজীবী তথায় বাস করিত। ইহাদিগের মধ্যে ফুলনাম্নী একটী যুবতী রমণী ছিল। তাহার স্বামীর নাম পুরন্দর। সে মৎস্য ধরিয়া ও তাহা বিক্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ফুল প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিতে কিম্বা জল আনিতে গমন করিত। জ্যৈষ্ঠ মাসের এক দিন সূর্য্য অস্তমান প্রায়। ফুলের স্বামী পীড়িত বলিয়া আজ তাহার গঙ্গায় গাত্র মার্জ্জনা করিতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। সে প্রত্যহ পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত গঙ্গায় আসিত। আজ স্বামীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত বিলম্ব হওয়াতে একটীও সঙ্গিনী পায় নাই। ফুল যখন গঙ্গায় নামিয়াছে, তখন দেখিতে পাইল অদূরে একখানি সুন্দর সুসজ্জিত নৌকা দ্রুতবেগে তাহার দিকে আগমন করিতেছে। এমন সুসজ্জিত সুন্দর নৌকা ফুল পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। দেখিতে দেখিতে নৌকা ফুলের সম্মুখে উপস্থিত

হইল—অমনি উহার উপর হইতে কয়েকজন মাঝি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। দুই জন আসিয়া ফুলকে স্কন্ধে করিয়া নৌকায় তুলিল। ফুল নৌকায় আনীত হইবার পূর্ব্বেই সংজ্ঞা হারাইয়াছিল। মাঝিগণ ফুলকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়া তাহাকে নৌকার সর্ব্বোত্তম প্রকোষ্ঠে শয়নাবস্থায় রাখিল। একজন স্ত্রীলোক ফুলের মুখে বারি সেচন করিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে অভাগা পুরন্দর ফুলকে গঙ্গা হইতে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া শোকাকুল হইয়া ঘোর যন্ত্রণায় রাত্রি যাপন করিল। পরদিন সে শুনিল যে হরিশপুর গ্রামবাসীগণ তাহাকে ধিক্কার দিতেছে। ফুলকে নবাব সিরাজদ্দৌলা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, পরদিন প্রাতে হরিশপুর গ্রামে এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। পুরন্দর সামান্য মৎস্যজীবী। বঙ্গ দেশ যাহার নামে কম্পিত, সে তাঁহার কি করিবে? পুরন্দর আরোগ্য লাভ করিয়া যখন একটু বল পাইল, তখন সে একদিন গ্রাম ছাড়িয়া, বাড়ি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। এক বৎসর গত হইল। এই বৎসরকাল পুরন্দর মুর্শিদাবাদ নগরীতে বাস করিতেছিল এবং কিরূপে একবার তাহার প্রিয়তমা পত্নী ফুলের দর্শন পাইবে, তাহারই চেষ্টা দেখিতেছিল। কিন্তু নবাব সিরাজদ্দৌলার অন্তঃপুরের উপরিভাগ আকাশে দিয়া পক্ষী উড়িয়া যাইতে ভীত হইত—তবে তাহার মধ্যে মানুষ যাইবে কিরূপে? ফুল নবাব কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া এক দিনের জন্যেও তাহার স্বামীকে ভুলে নাই। সেও তাহার স্বামী পুরন্দরের দর্শন লাভ জন্য দিবারাত্র সুযোগ খুঁজিতেছিল। পবিত্র প্রেমের আকর্ষণের বল কোন বাধা মানে না। পবিত্র প্রেমে আবদ্ধ দুইটী হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর হইতে উভয়ে উভয়কে চাহে, তখন সেই দুইটী হৃদয় পুনরায় মিলিত হইয়াই থাকে। নবাবের অন্তঃপুরে বহুসংখ্যক দাসী ছিল। ফুলের সহিত ইহাদিগের মধ্যে একজনের গাঢ় প্রণয় হইয়াছিল। ফুল তাহাকে তাহার স্বামী পুরন্দরের অনুসন্ধান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। দাসী ফুলের স্বামীর প্রতি তাহার প্রগাঢ় প্রেম দেখিয়া পুরন্দরকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই তাহার চেষ্টা সফল হইল। সে পুরন্দরকে খুঁজিয়া পাইল এবং একদিন তাহাকে নবাবের অন্তঃপুরে ফুলের নিকট লইয়া গেল। পুরন্দর একটী কুঞ্জমধ্যে কিছুকাল লুকায়িত ভাবে রহিল। অনতিবিলম্বে নূপুরের মধুর ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল। দেখিল বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা এক রমণী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা। পুরন্দর চিনিল,

হানই তাহার স্ত্রী ফুল। অমনি সে তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল। ফুল চমকিত, পশ্চাৎপদ হইয়া বলিল,—"আমাকে স্পর্শ করিও না। আমি আর তোমার পবিত্র প্রেমের যোগ্যা নহি। আমি একবার তোমাকে এই জন্য দেখিতে চাহিয়াছিলাম যে তোমার চরণে জীবন উৎসর্গ করিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এই সময়ে একজন নপুংসক হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া ফুলকে বলিল, "বেগম সাহেব, আমি এই দুরাত্মাকে অবশ্যই ধৃত করিব, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে নবাবকে কোন কথা বলিব না। আপনি নবাবের প্রিয়তমা বেগম—আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলিলে আমার শিরশ্ছেদিত হইবে, তাহা আমি জানি। কিন্তু আপনি নিবারণ করিলেও আমি এই দুরাত্মাকে ধৃত করিতে বাধ্য।" এই বলিয়া সে বংশীধ্বনি করিল—অমনি বার জন নপুংসক আসিয়া পুরন্দরকে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। সেই রাত্রে সিরাজদ্দৌলার ফুল বা ফুলজানি বেগমের সহিত রাত্রি যাপন করিবার কথা ছিল। সন্ধ্যা হইল। নবাব সিরাজদ্দৌলা ফুলের গৃহে আগমন করিল। নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। বায়ুর সহিত প্রমোদের হিল্লোল বহিতে লাগিল। হঠাৎ নবাব সিরাজদ্দৌলা নৃত্য গীত স্থগিত করিতে আদেশ করিলেন এবং নপুংসককে ডাকিয়া বলিলেন "য'ও, সেই অসমসাহসী দুরাত্মাকে লইয়া আইস যে আজ আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। আমার দাসীগণের মধ্যে অবশ্যই তাহার প্রণয়িনী আছে। সেই দুশ্চরিত্রা ঐ দুরাত্মার শাস্তি স্বচক্ষে দেখুক এবং সে ও তাহার সঙ্গিনীগণ উহার শাস্তি দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুক।" ক্রীতদাস হস্তপদবদ্ধ পুরন্দরকে লইয়া আসিল। চারিজন জল্লাদ খড়্গ হস্তে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে নিষ্ঠুর সিরাজোদ্দৌলা আজ্ঞা করিল, "লাগাও"। অমনি চারিটী খড়্গ পুরন্দরের বক্ষে বিদ্ধ হইল। সে একবার আর্ত্তনাদ করিল—তাহার পর চিরকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইল। যখন নবাব পুরন্দরকে হত্যা করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই সময় ফুল ঝটিতি গাত্রোত্থান করিয়া পুরন্দরের পার্শ্বে গমন করিয়াছিল—জল্লাদগণ না দেখিয়া ফুলকেও খড়্গবিদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। নবাব ইহা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! এ কি করিলে? এ ব্যক্তি তোমার কে?" ফুল বলিল, "উনিই আমার সর্ব্বস্ব!" এই বলিয়া পবিত্রহৃদয়া সতী নারী ফুল স্বীয় স্বামীর বাহুর উপরে ঢলিয়া পড়িলেন। সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে আবার কত ডাকিলেন, কিন্তু ফুলের অনন্ত সুখ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না।

সিরাজদ্দৌলা আর এ দৃশ্য দেখিতে

পারিল না। সে জীবনে প্রায় কখনও কাঁদে নাই,—কিন্তু এই ঘটনা উপলক্ষে সে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারে নাই। কথিত আছে, পুরন্দর ও ফুলের গভীর ও পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সিরাজদ্দৌলা মহা সমারোহের সহিত তাহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করান এবং একটী সুন্দর উদ্যান মধ্যে উহাদিগের সমাধি করাইয়া তাহার উপর মর্ম্মর প্রস্তরের একটী উৎস নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং উহার নিম্নস্থ প্রস্তরের পার্শ্বে পারস্য ভাষায় এই বাক্য খোদিত করিয়া দেন;—

"যদি জানিতাম এই ফুলে এত প্রেম, তাহা হইলে উহা যে বৃক্ষে ফুটিয়াছিল, তাহাহইতে উহা কখনও উৎপাটিত করিতাম না।"

মনুষ্যের মস্তিষ্ক।

পূর্ব্বে প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিবেচনা করিতেন যে পৃথিবী মধ্যে সকল জীব অপেক্ষা মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ অধিক, অর্থাৎ যেমন শরীরের অবয়ব, তৎপরিমাণে মস্তিষ্কের ভাগ সমধিক। কিন্তু এ কালে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে যে একথা প্রকৃত ও সমূলক নহে। দক্ষিণ আমেরিকা মহাদ্বীপে এক জাতীয় কিন্নর আছে, তাহাদিগের শরীরের আয়তন যে প্রকার, তাহাদিগের মস্তিষ্কের পরিমাণ অপেক্ষকৃত অধিক বলিতে হয়। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে অবনীমণ্ডলে যত প্রকার জীব জন্তু আছে, তন্মধ্যে মনুষ্যের মস্তকে যত মজ্জা আছে, তত আর কোন জন্তুর মস্তকে নাই। কেবল ভূচরের মধ্যে হস্তী এবং জলচরের মধ্যে তিমি এই দুই বৃহদাকার জীবের মস্তিষ্ক মনুষ্য অপেক্ষা অধিক। কিন্তু ইহাদিগের শরীরের আয়তন যেমন দীর্ঘ ও বিপুল, মস্তিষ্ক তৎপরিমাণে অধিক নহে।

প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। একবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর চত্বারিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে থাকে, তাহার পর ক্রমে হ্রাস হয়। যাহারা অতি বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া জীবিত থাকে, তাহাদের প্রায় মস্তিষ্ক শূন্য হয়। মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহার মস্তিষ্কের ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহার বুদ্ধি ও সেই পরিমাণে অধিকতর প্রখর হয়। শারীরবিধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এক প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে সুস্থ মনুষ্যের মস্তকে ন্যূনকল্পে এক সের পরিমাণ মস্তিষ্ক থাকা উচিত। এই পরিমাণের ন্যূনতা হইলে বুদ্ধির খর্ব্বতা হয়, কোন

কোন স্থলে বাতুল অবস্থা উপস্থিত হয়"। সুস্থ সহজ পুরুষের মস্তকে সামান্যত অনুমান দেড় সের মস্তিষ্ক আছে এবং স্ত্রী জাতির মস্তকে প্রায় সার্দ্ধ পাঁচ পোয়া থাকে। কথিত আছে যে সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিবিদ্যাবিৎ পণ্ডিত কুবীয়রের মস্তিষ্ক যে পরিমাণ ছিল, অদ্যাপি কোন মনুষ্যের সে পরিমাণ দৃষ্ট হয় নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মস্তিষ্কও অসাধারণ বৃহৎ বলিয়া ডাক্তার কার্পেণ্টার তাঁহার "শারীরবিধান" পুস্তকে ইহার মস্তকের ছবি আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

হিন্দু শাস্ত্র ও হিন্দু রমণী।

হিন্দু শাস্ত্রকে যাঁহারা "অপৌরুষেয়" বলিয়া বিশ্বাস করিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদের নিকটেও হিন্দু শাস্ত্র অতীব গৌরবের সামগ্রী। বিশেষতঃ হিন্দুগ্রন্থে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সকল সারগর্ভ ও মহান্ উপদেশসমূহ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সমাজের পক্ষে নিতান্ত শুভকর। এরূপ উপদেশ অনেকবার উদ্ধৃত করিয়া আমরা পাঠিকাদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়াছি, অদ্য আরও কতকগুলি নূতন কথা শুনাইয়া তাঁহাদের সন্তোষোৎপাদন করিব।

মহাভারতের একস্থানে আদর্শমাতা সম্বন্ধে মহর্ষি বেদব্যাস একটি অতি সুন্দর কথা লিখিয়াছেন। বিদুলা তাঁহার সন্তানকে বলিতেছেন—

কুরু সত্ত্বঞ্চ মানঞ্চ বিদ্ধি পৌরুষমাত্মনঃ।
উদ্ভাবয় কুলং মগ্নং ত্বৎকৃতে স্বয়মেব হি।
যস্য বৃত্তং ন জল্পন্তি মানবা মহদদ্ভুতং।
রাশি বর্দ্ধনমাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্॥
দানে তপসি সত্যে চ যস্য নোচ্চারিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থ লাভে বা মাতুরুচ্চার এব সঃ॥

অর্থাৎ হে পুত্র! শৌর্য্য মর্য্যাদা ও পৌরুষ অবলম্বন কর। এই মগ্নকুল তুমি তোমার চেষ্টায় উদ্ধার করিয়া পুত্র নামের যোগ্য হও। লোকে যাঁহার অনুষ্ঠিত কোন মহৎ কর্ম্মের জল্পনা না করে, সে কেবল লোক সংখ্যার বর্দ্ধক মাত্র; তাহাকে না স্ত্রী না পুরুষ কিছুই বলা যায় না, ক্লীবের মধ্যে গণনা করিতে হয়; দান, তপস্যা, সত্য, বিদ্যা বা অর্থ বিষয়ে যাহার যশোবৃত্তান্ত সংকীর্ত্তিত না হয়, সে মাতার বিষ্ঠা মাত্র, কদাপি পুত্র পদের বাচ্য নহে। পুনরপি বলিতেছেন—

ত্বং স্যাং যদি সদ্বৃত্তং তেন মে ত্বং প্রিয়ো ভবেঃ
ধর্ম্মার্থগুণযুক্তেন নেতরেণ কথঞ্চন॥
দৈবমানুষযুক্তেন সদ্ভিরাচরিতেন চ।
যো হ্যেবমবনীতেন রমতে পুত্রনপ্তৃণা॥
অনুত্থানবতা চাপি দুর্ব্বিনীতেন দুর্ধিয়া।
রমতে যস্তু পুত্রেণ মোঘং তস্য প্রজাফলং॥

ধর্ম্মার্থ গুণযুক্ত ও দৈব মানুষ কর্ম্ম যুক্ত, সাধুগণাচরিত, একমাত্র সদ্বৃত্ত ব্যতীত তুমি আর কিছুতেই আমার

প্রীতিভাজন হইতে পারিবে না। যে উক্তরূপ সদ্গুণসম্পন্ন সুবিনীত পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখী হয়, তাহার সে সমস্তই সার্থক। যে অনুদ্যমশীল, দুর্বিনীত, মন্দবুদ্ধি তনয় লইয়া সুখী হয়, তাহার সন্তান প্রসবের কোন ফল হয় না। (কথাগুলি বড় কঠিন, পাঠিকারা স্থির চিত্তে শাস্ত্রের এই কঠিন ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন)। বাস্তবিক এইরূপ পুত্র না হইলে, পুত্র প্রসবে লাভ কি? পরন্তু, মাতা ভাল না হইলে পুত্রও যে ভাল হইতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা।

পার্ব্বতী মহেশ্বর সমীপে যে স্ত্রীধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে। পার্ব্বতী এই বর্ণনার শেষে আত্মভাব প্রকাশ করিতে করিতে বলিতেছেন—

পতির্হি দেবো নারীণাং পতির্বন্ধু পতির্গতিঃ।
পত্যা গতিঃ সমা নাস্তি দৈবতং বা যথা পতিঃ॥
পতি প্রসাদাৎ স্বর্গো বা তুল্যো নার্য্যা ন বা ভবেৎ।
অহং স্বর্গং ন ইচ্ছেয়ং ত্বয়্যপ্রীতে মহেশ্বরে॥

পতিব্রতার ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূল ফলৈঃ শুভৈঃ।
নতুনামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্যতু॥
আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তীতমনুত্তমং॥

অর্থাৎ স্বামী মৃত হইলে একমাত্র পতিপরায়ণা স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম অভিলাষিণী সাধ্বী স্ত্রী মরণ পর্য্যন্ত ক্ষমাগুণশালিনী, নিয়মযুক্তা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন; পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষয় করিবেন, ব্যভিচার বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম গ্রহণও করিবেন না।

পতিব্রতা শাণ্ডিলী স্বর্গে গমন করিলে দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে স্বর্গের এত উচ্চতর স্থানে তুমি আসন পাইয়াছ? শাণ্ডিলী যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহার বর্ণে বর্ণে সুধা ক্ষরিতেছে, তাহার অক্ষরে অক্ষরে নীতি বিরাজ করিতেছে। উত্তরটি এই—

নাহং কষায় বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা ন জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা॥
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহ মব্রুবং॥
দেবতানাং পিতৄণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূ শ্বশুরবর্ত্তিনী॥
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈতন্মনোগতং।
অদ্বারে ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ॥
অসদ্বাহসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা॥
কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
আসনেনোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা॥
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং॥

কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেব তু।
প্রাতরুত্থায় তৎসর্ব্বং কারয়ামি করোমি চ।।
প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা।।
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনম্।
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি।।
নোত্থাপয়ামি ভর্ত্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
আতুরেষ্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি মেমনঃ।।
নায়াসয়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেপি সর্ব্বদা।
গুপ্তগুহ্যা সদাচাস্মি সুসংসৃষ্টনিবেশনা।।
এবং ধর্ম্মমিমং নারী পালয়ন্তী সমাহিতা।
অরুন্ধতীব নারীণাং স্বর্গলোকে মহীয়তে।।

অর্থাৎ—হে দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই স্বর্গ লাভ করি নাই। আমি কখন স্বামীর প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম; আমার মনে কখনই কুটিল ভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না; (অর্থাৎ নির্লজ্জার মত আচরণ করি নাই). কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহারে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম; যে সমুদয় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদয় ভক্ষণ করিতাম না; পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করিতাম; আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশসংস্কার এবং গন্ধ মাল্য অঞ্জন ও গোরোচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্যসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম; যখন তিনি নিদ্রা সুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহারে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না; পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে আয়াস দিতাম না; গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদয় পরিষ্কার রাখিতাম। যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন।

পরিবর্ত্তন।

এ জগতে কিসের না পরিবর্ত্তন হই-তেছে? পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত যাহা কখন স্বপ্নেও চিন্তা করা যায় নাই, তাহাও সংসাধিত হইতেছে। সময়ের চিরন্তনী গতিতে অতি দূরকল্পিত ঘটনা স্বপ্নের মত জগতের সমক্ষে অভিনীত হইয়া যাইতেছে। এই অবিরাম-গতি চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কে কখন কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছে বা করিবে তাহা পূর্ব্বে কে ঠিক্ করিতে পারিয়াছিল বা পারে? স্থান বল, অবস্থা বল, ধন বল, মান বল, বিদ্যা বুদ্ধি যাহাই বল, কিসের না পরিবর্ত্তন হইতেছে? একদিন যে স্থান দুর্গম বন ছিল—যে স্থান কেবল মাত্র হিংস্রজন্তুর আবাস ভূমি ছিল—এমন কি যে স্থানের নাম করিলে শরীর সিহরিয়া উঠিত—কে জানিত সেই স্থান ইন্দ্রপুরী হইবে—হিংস্রজন্তুর স্থান ধনী মানী জ্ঞানী মনুষ্য দ্বারা পূর্ণ হইবে এবং সেই স্থানে অতি রমণীয় প্রাসাদ শিখর আকাশ ভেদ করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিবে? তাই বলিতেছি নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সময়ের গতিতে কত স্বপ্নাতীত ঘটনাই না ঘটিতেছে। যে ভারত সভ্যতার খনি, বিদ্যা বুদ্ধির আবাস, শৌর্য্য বীর্য্যের আকর ছিল, তাহার এত অধঃপতন হইবে কে জানিত? কে জানিত যে যে ভারত সমস্ত দেশের পূজ্য ছিল, সেই আবার অন্য দেশের চরণ পূজা করিবে? তাই বলিতেছি এ সংসারে কি না সম্ভব! যে বাল্মীকি দস্যু বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন যাঁহাকে দেখিলে—এমন কি যাঁহার কথা ভাবিলে লোকের মনে ঘৃণার উদয় হইত, কে জানিত তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া তাঁহাকে রামায়ণের অমৃতময় ঝঙ্কারে প্রণোদিত করিবে? কে জানিত মূর্খ কালিদাস রঘুবংশ মেঘদূত প্রভৃতি গ্রন্থরত্ন প্রসব করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইবেন? প্রত্যেক দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। সেক্সপীর সামান্য একজন অভিনেতা হইয়া জগদ্বিখ্যাত কবি হইবেন কে জানিত? কে জানিত তাঁহার কবিত্বময় মধুর ভাব প্রত্যেকের হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া নিগূঢ় ভাবগুলিকে প্রকাশ করিয়া দিবে?

আমরা যদি ধর্ম্মজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহাহইলেও ঐ রূপ কত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইব? মহাত্মা খৃষ্ট যখন নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন যাহারা তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহারাই আবার তাঁহার ধর্ম্মভাবে মোহিত হইয়া চরণে পতিত হইয়াছে। কে জানিত দুর্বৃত্ত সেণ্টপল পরম ধার্ম্মিক হইয়া খৃষ্টের প্রধান শিষ্যের

মধ্যে পরিগণিত হইবেন? আবার এদেশে সেই কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মের প্রভুত্ব কালে যখন চৈতন্য বিশুদ্ধ হরিনাম নির্ভীক চিত্তে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কে না তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল? কে জানিত পাষণ্ড দুরাচার জগাই মাধাই হরিনামে উন্মত্ত হইবে? যাহারা অন্যের অনিষ্ট ও অত্যাচার জীবনের লক্ষ্য করিয়াছিল, যাহাদের নাম শুনিলে লোকে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইত, তাহারাই যে হরিনামে মাতিয়া অন্যকে মাতাইবে কে জানিত? যখন লুথার ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রাণপণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছিলেন, তখন প্রথমতঃ কয়জন লোক তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল? কে জানিত তাঁহার ধর্ম্মবিরোধী ব্যক্তিগণ আবার তাহারই সহায়তা করিবে? যে দাস-ব্যবসা ইউরোপীয় সভ্য জগতে অতি প্রশংসনীয় ও অত্যাবশ্যক বলিয়া বিজয় নাদে ঘোষিত হইয়াছিল, সেই দাস ব্যবসা যে এখন প্রত্যেক সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট অতি জঘন্য ব্যবসা বলিয়া পরিগণিত হইবে কে জানিত? আবার যদি আমরা অন্য সমস্ত বিষয় বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করি, তাহাহইলেও দেখিতে পাইব যে তাহাদেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ যেখানে একজন সামান্য সৈনিক যাহার অপেক্ষা অত উচ্চ পদাভিষিক্ত ব্যক্তি যেখানে ফুটিয়াছে সেইখানেই ঝরিয়া পড়িয়াছে— ঐ সৈনিক যে জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ান্ হইয়া সমস্ত ইউরোপ প্রকম্পিত করিবেন তাহা কে জানিত? কে জানিত বীরপ্রসূ ইংলণ্ড, প্রুশিয়া প্রভৃতি দেশের প্রধান প্রধান বীরগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন এবং তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যরাশি সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে সমস্ত পৃথ্বীময় ব্যাপ্ত হইবে? আবার তাঁহার পরিণাম অতদূর শোচনীয় হইবে তাহাই বা কে জানিত? যে ভারত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ অর্জ্জুন প্রভৃতি বীরগণ প্রসব করিয়াছেন, সেই ভারত কালে মুসলমানের পাপের অত্যাচারের লীলাস্থল হইবে তাহাই বা কে জানিত? আবার বহুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া মুসলমানেরাই যে সেই রাজ্য সাত সমুদ্র পারস্থ ইংলণ্ডের হাতে দিবে তাই বা কে জানিত? জানা দূরে থাকুক কেহ কল্পনাও করিত না। ভোগবিলাসসর্ব্বস্ব পাষণ্ড সিরাজদ্দৌলার পরিণামই বা কে ভাবিয়াছিল? যে কোহিনূর একদিন ভারতের শিরোভূষণ ছিল, সেই যে আবার ইংলণ্ডকে উজ্জ্বল করিবে তাই বা কে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল? তাই বলি সময়ের চিরন্তন গতিতে কে কোথায় যায়, কাহার ভাগ্যে কি ঘটে কে বলিতে পারে? তবে কি না পর পর ঘটনাবলী দেখিলে এই প্রতিপন্ন হয় যে উন্নতির অবনতি আছে, আবার অবনতিরও উন্নতি হয়। তাই একবার আশা হয় ভারত উন্নত ছিল

তাহার অবনতি হইয়াছে, হয়ত আবার সে উন্নত হইবে। তাই আশা হয় :—

পূর্ব্ব শৌর্য্য বীর্য্যে পূরিত হইয়া
ভারত আবার উঠিবে নাচিয়া,
পুনঃ সেই গীত উঠিবে গাহিয়া,
শুনিবে সে গান জগতবাসী।
ইংলণ্ডের করে জ্ঞান বুদ্ধি বল
পাইয়া ভারত—করিবে সম্বল
তারি উপদেশ—হবেনা বিফল
তারি কীর্ত্তি যাবে অনন্তে ভাসি।

অসামান্যা রমণী।

এ দেশে পুরুষচরিত অপেক্ষা নারী-চরিত আলোচনায় অনেক ফল আছে। পুরুষদিগের একদেশদর্শী দৃষ্টি, অমনোযোগিতা ও বহুকালের সঞ্চিত কুসংস্কার প্রভাবে এ দেশের স্ত্রীজাতি এখন কোনও কোনও "উন্নতমনা লোকের" নিকট 'মানব' বলিয়াই পরিগণিত হয়েন না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতি পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। যে সকল বরণীয় বিদ্যা ও বরণীয় গুণ হইতে স্মৃতিশীল পুরুষ মহাত্মারা নারীদিগকে বিচ্যুত রাখিতে চাহেন, হিন্দুস্থানের ললনাগণ অতি অল্প দিন পূর্ব্বে ঠিক্ সেই সকল গুণেই পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন। আমাদের বামাগণকে আবার যদি পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে নারী-প্রকৃতি ও নারীচরিত আলোচনা করা সর্ব্ব প্রথমেই কর্ত্তব্য। নারীচরিত না শুনিলে বহুকালের কুসংস্কার শৃঙ্খল ভেদ করা কঠিন, পুরুষের এই চির কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া অনেক স্ত্রীলোকেও মনে করেন, বুঝি স্ত্রীজাতি বাস্তবিকই ঐ সকল গুণ ও ঐ সকল বিদ্যার অনুপযোগিনী। স্ত্রীজাতি এবং পুরুষ জাতি উভয়েই যদি এদেশীয় ও ভিন্ন দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের কীর্ত্তি-কলাপ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের এই ভ্রম আর থাকিবার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই রূপ কয়েকটি সত্য ইতিবৃত্তের অবতারণা করা যাইতেছে। স্বার্থত্যাগ, পরোপকার, দয়া, দাক্ষিণ্যাদি গুণে কতশত রমণী ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন; কতশত নারী দেশহিতার্থে, জন্মভূমির হিতার্থে, জাতি কুলমান রক্ষার্থে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছেন; কতশত নারী বিজ্ঞান, সাহিত্য ও জ্যোতিষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া সহস্র সহস্র মানবের ভোগ-বিলাস, সুখ, শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, এবং কতশত রমণী ব্রহ্মবাদিনী হইয়া আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর প্রেমিকতার আদর্শ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? গার্গী মৈত্রেয়ী মিরাবাই, খনা, লীলা-

বতী, মিস্ সমর্ ভিল, দ্রৌপদী, সীতা, দুর্গাবতী, চাঁদসুলতানা, নুরজাহান, বোডিসিয়া, এলিজেবেথ, মেরিষ্টুয়ার্ট, হাইপেশীয়া, রীজীয়া, পেন্‌তেশীলীয়া, জেনেশ টূশ্, মেরি রিড্, এন্‌বনী, কুইন্ থেন্, জেনী কেমরণ, মীশ্ বীটী, কেথেরিণা আলেকজোনা, জয়াবতী, পদ্মিনী, সরস্বতী, জোয়ান্ অব আর্ক প্রভৃতির নাম কি সহজে ভুলিবার যোগ্য? যে সকল মহাপ্রাণা রমণী জন্মভূমি রক্ষার্থে কুমার অনঙ্গ পালের যুদ্ধে স্ব স্ব গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া সমরের আয়োজন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পিউনিক যুদ্ধে একমাত্র নারীজাতির ভূষণ মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া রণস্থলে ধনুকের ছিলা করিয়া দিয়াছিলেন, যে যে বীরনারী সুপ্রসিদ্ধ ট্রোজান্ যুদ্ধে স্বহস্তে তরবারী গ্রহণ করিয়া সমরক্ষেত্রের অধিনায়িকা হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কি সহজে ভুলা যায়? যে নারী গত কানপুরের সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে সমর সজ্জায় সজ্জিতা হইয়া স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতাকে স্বদেশের মর্য্যাদা হইতে লঘুতর জ্ঞান করতঃ সমর ক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে বিধির বিপাকে পরাজিত হইয়া ইংরাজের আশ্রয় অথবা ধন মর্য্যাদাকে আত্মমর্য্যাদা অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থ জ্ঞান করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ সুদূর নেপালে পলায়ন করেন, ইতিহাস তাঁহাকেও শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। পাঠক ও পাঠিকাগণ! আজ আপনাদিগকে কয়েকটি প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গণার কীর্ত্তিকলাপের চিত্র দেখাইব।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে আমেদনগরের বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া যখন ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়, সুপ্রসিদ্ধা সুলতানা চাঁদ তখন সিংহাসনে অধিরূঢ়া ছিলেন। চাঁদের প্রতিকূলে শমনদূত সম মোগল সৈন্য পৌঁছিলে তিনি নিজে ভগ্নোৎসাহ চমূগণকে উৎসাহ দান করত স্বয়ং অধিনায়িকা হইয়া সম্রাট সৈন্যের সহিত ঘোরতররূপে সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তাঁহার সাহস ও তেজে সকলেই সমরে পরাস্ত হয়। তিনি বর্ম্ম পরিধান ও অসি গ্রহণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে গোলা নিঃশেষিত হইয়া গেলে, চাঁদবিবি তাম্র, রজত, কাঞ্চন ও পরিশেষে স্বীয় হীরা মাণিক জড়িত অলঙ্কারগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া বন্দুক স্থানীয় করিয়াছিলেন। অনেক বিবাদের পর সম্রাট সৈন্যের সহিত সন্ধি হয়, তথায় তিনি শত্রুহস্তে অমূল্য স্বাধীনতা রত্নকে বিসর্জ্জন করেন নাই।

মহারাজা যশোবন্ত, সম্রাট আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্বীয় রাজধানী যোধপুরে উপস্থিত হইলে তদীয় বনিতা সরস্বতী, তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। রাজা দুর্গের দ্বার উন্মোচন করিতে বলিলেন,

তিনি কহিলেন, "আমার স্বামী ক্ষত্রিয় রাজা, তিনি প্রাণভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিয়া দুর্গ মধ্যে কাপুরুষের ন্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, ইহা কেমনে আমি বিশ্বাস করিতে পারি! যদি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই রণভূমিতে হত ও স্বর্গগত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় কি স্বাধীনতা তুচ্ছ করিয়া, মান অপেক্ষা প্রাণকে বড় জ্ঞান করেন? কখনই নহে, তবে ইনি নিশ্চয়ই যশোবন্ত নহেন। যদি ইনি প্রকৃত যশোবন্ত হয়েন, তবে আসিয়া বীরত্ব প্রকাশ করুন।" কি আশ্চর্য্য! কালের কুটিল প্রভাবে ভারতরমণীরা ক্রমে এতই হীনবীর্য্যা ও অপদার্থ হইয়া পড়িয়াছেন যে, এ সকল কথা এখন আরব্য উপন্যাসের উপকথা বলিয়াই অনেকের ধারণা হইবে। এখন কি আর সে দিন আছে, এখন বীরগর্ভ হইতে মূষিকের দল প্রসূত হইয়া কলির "বেগুণ গাছে আঁকুশী" দেওয়ার পূর্ব্ব নমুনার পরিচয় দিতেছে।

বিখ্যাতা বোডীশীয়া, সম্রাট নিরোর রাজত্ব সময়ে, আইসিনী জাতির অধিনায়িকা ছিলেন; তিনি ইংলণ্ডে রোমান উৎপীড়ন কালে হতভাগ্য বৃটনবাসীদিগের কর্ত্রী হইয়া, তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। গৃহবিচ্ছেদে আশ্রয়হীনা হইয়া ঘোরতর সংগ্রামের পর তিনি আত্মহত্যা না করিলে, বৃটনের তদানীন্তন ভাগ্য বোধ হয় উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তিত হইত। আকবরের শাসন সময়ে, সেনাপতি আসফজা নর্ম্মদা নদীতীরস্থ গরা নগরের হিন্দু স্বাধীনতা লোপ করিতে চেষ্টা করেন; দুর্গাবতী সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ঘোরতররূপে বাধা দেন। দুর্গাবতীর তৎকালীন সাহসিকতা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং নারীজাতিকে ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে বৈরিদলকে পর্য্যুদস্ত এবং স্বদলকে উৎসাহিত করিতেছেন, এমন সময়ে দৈব দুর্ব্বিপাকে তাঁহার এক চক্ষে ও এক হস্তে তীর বিদ্ধ হয়, তথাচ তিনি এক চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া তরবারী বলে অসংখ্য যবন সৈন্য ধ্বংস করেন। যুদ্ধে তাঁহার জয় হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি পরাজিত হইয়া গৃহে ফিরিয়াও আইসেন নাই। প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভগবানের নামোচ্চরণ করিতে করিতে জীবনলীলা সম্বরণ করেন। নুরজাহান সুন্দরীর নাম বোধ হয় কাহার নিকট অপরিচিত নাই। ইনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয় মহিষী; সুখ ভিন্ন দুঃখ জানেন না। কখন অস্ত্র বিদ্যায় শিক্ষিত হয়েন নাই বা রণে গমন করেন নাই, কিন্তু তথাচ কেমন অতুল বীর্য্যশালিনীর মত বিংশতি সহস্র শিক্ষিত সেনাধিপতি মহাবতের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন! কেমন গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া মহাবতের পঞ্চসহস্র শিক্ষিত রজপুত সেনাকে নিধন করিয়াছিলেন!

স্থর আগান ঐ সময়ে এক বৃহতী নদী সন্তরণ করিয়া পার হয়েন। এইরূপে জয়াবতী পদ্মিনী প্রভৃতির পরিচয় দিতে গেলে প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সম্রাট আলাউদ্দীনের সমসাময়িক ইতিবৃত্তে ইহাদের কীর্ত্তিকলাপ অতি পরিস্ফুট রূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে।

ভারতে যবন শাসন সময়ে রীজীয়া নাম্নী এক কুমারী সিংহাসন অধিকার করেন, ইনি সম্রাট রুক্‌নুদ্দীনের দুহিতা। রীজীয়া সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল মাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। যতদিন রাজত্ব করিয়া ছিলেন, ততদিন পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। ইউরোপের মেরি রিড্‌ ও এন্‌ বনীর বীরত্বের বিষয় কেনা অবগত আছেন? হোমরের গ্রন্থোক্ত পেন্‌তেশীলীয়ার বিবরণ কে না জানেন? ইনি কুমার প্রায়মের ন্যায় রণক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করিয়া শেষে ট্রয়প্রান্তে আত্মনাশ করেন। কুইনটস্‌ কর্টশ্‌ বলেন "কামিনী থেলেশ্‌ট্রশ্‌ আলেক্‌জন্দর বাদসার সহিত, আমেজন্‌ তীরবাসী একশত শিক্ষিত সেনার অধিনায়িকা হইয়া যুদ্ধ করেন"। নয়োশোবার ইতিবৃত্ত সেকেন্দর নামা গ্রন্থে পাঠ করিলে এইরূপ প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। রুসিয়ার রাজ্ঞী কেথেরীণা আলেক্‌জোনা যখন সিংহাসনাধিরূঢ়া হয়েন, তখন সমুদয় ইউরোপকে এক সমাজবদ্ধ করিয়া আপন শাসনে রাখিতে বাসনা করেন। যে স্ত্রী লোকের মনোমধ্যে এত উচ্চ অভিলাষ, সে কেমন স্ত্রীলোক তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আলেক্‌জোনার প্রণীত অনেক নিয়মাদি ও সুবন্দোবস্ত অদ্যাপি ইউরোপের অনেক স্থলে শিরোধার্য্য বলিয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

এইরূপে ইতিহাসাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অদ্যাপি অনেক স্থলে, নারীকুল রাজত্ব করিতেছে। সাঁওতালদের মধ্যে এখনও একটি প্রথা আছে যে, বিবাহ প্রভৃতি শুভকর কার্য্যে বৃদ্ধা গৃহিণী ভিন্ন আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব চলেনা এবং তাঁহারই শাসনবিধি সকলকে মানিয়া চলিতে হয়। সাইকুলুশ্‌ লিখিয়াছেন "আফ্রিকায় একদল নারী যোদ্ধৃ ছিল, তাহারা প্রসিদ্ধ বীর লীবীয়ান হারকুলিশের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিয়াছিল।" কলম্বশের সমুদ্র ভ্রমণ পাঠে লেখা আছে, কায়েবী দ্বীপে একদল বিখ্যাতা নারী ছিল, তাহারা সেই দ্বীপ অধিকার করিত এবং আপনাদের অসীম প্রতাপে নিকটস্থ সকলকে ত্রস্ত রাখিয়াছিল। কথিত আছে, তারমোদন নদী তীরবাসী আমেজন নামক জাতির বহুসংখ্যক লোক অতি সামান্য সংখ্যক নারী দ্বারা শাসিত হইত; এই নারীদল রাজ্যের সুনিয়ম, সন্ধি স্থাপন, আইন প্রণয়ন ও যুদ্ধের ব্যবস্থা দান করিত, অধিক কি সমীপস্থ সকল রাজা ও

পুরুষবর্গ তাহাদের বলে ভীত ছিল। এইরূপ অনেক স্থলে অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অদ্যাপি আমাদের দেশে এবং অপরাপর রাজ্যের সম্বাদ পত্রাদি পাঠে কোনও কোনও নারীর বীরত্ব অবগত হওয়া যায়। ফলতঃ সভ্য-স্থান অপেক্ষা আজিকালি বন, জঙ্গল, নদীতীর, দ্বীপ, পাহাড় প্রভৃতি স্থলে নারী জাতির শাসনাদি অধিক দেখা যায়।

দুইটী ছবি।

একজন চিত্রকর একটী নির্দ্দোষ পবিত্র মূর্ত্তি আঁকিবার জন্য বহুদিনাবধি উৎসুক ছিলেন। এক দিন পথে যাইতে যাইতে একটী ক্ষুদ্র শিশু দর্শন করিলেন, তাহার বদন যেমন প্রফুল্ল, সেইরূপ উজ্জ্বল ও সুকোমল, এমন সুন্দর মুখ কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "আমি যাহা চাহিতেছিলাম, পাইয়াছি।" তখন তিনি সেই সুকুমার শিশুর মুখের একটী ছবি আঁকিয়া লইবার জন্য তাহার পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা অনুমতি প্রদান করিলে তিনি মনের মত করিয়া ছবিটী অঙ্কিত করিলেন এবং তাহা ভাল করিয়া বাঁধাইয়া আপনার বৈটকখানায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। সে ছবি যে দেখিল, সেই শত মুখে তাহার আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। স্বর্গীয় নির্ম্মলতা মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন এই ছবিতে বিরাজিত। চিত্রকরের মনে যখন উদ্বেগ বা বিরক্তির ভাবের উদয় হইত, তিনি এই ছবির পানে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেন, আর সকল অশান্তি দূর হইত।

পরে চিত্রকরের মনে মনে ইচ্ছা হইল এই ছবির বিপরীত একটী ছবি চিত্রিত করিবেন। একটী ছবি পুণ্যের ও আর একটী পাপের, এই দুই ছবি পাশাপাশি টাঙ্গাইয়া রাখিয়া তাহাদিগের তারতম্য দর্শন করিবেন।

অনেক বৎসর গত হইল তিনি পূর্ণ পাপের মূর্ত্তি খুঁজিয়া পান না। একদিন এক জেলখানায় গমন করিয়া সাক্ষাৎ পিশাচের মত এক ভয়ঙ্কর মানব মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার মুখ শীর্ণ কদাকার, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গণ্ডস্থল পাপের কালিমাতে কলঙ্কিত। এমন নরপিশাচ তাহার কল্পনাতেও কখনও আসে নাই।

চিত্রকর এই মূর্ত্তি দেখিয়াই স্থির করিলেন ইহাদ্বারা তাঁহার অভীষ্ট বেশ সিদ্ধ হইবে। মুখাকৃতির এক চিত্র অঙ্কিত করিলেন এবং তাঁহার বৈটকখানায় সেই সুন্দর শিশুমূর্ত্তির পার্শ্বে ইহা টাঙ্গাইয়া রাখিতে মনস্থ করিলেন।

যখন দুইটী ছবি পশাপাশি স্থাপিত হইল, তখন যেন স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ লক্ষিত হইতে লাগিল। একটী স্বর্গীয় দেবমূর্ত্তি, আর একটী ভয়ঙ্কর দৈত্যের প্রতিকৃতি!

চিত্রকর পরে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ কারাবাসীর ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে অবগত হইলেন "নির্ম্মলতার আদর্শ" বলিয়া যাঁহার শৈশব মুখের ছবি আঁকিয়া লইয়াছিলেন, এই হতভাগ্য সেই ব্যক্তি। তাঁহার ক্ষোভ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না, তিনি হতজ্ঞান হইলেন।

দেবমূর্ত্তি অসুরমূর্ত্তি হইল, এইরূপ ভয়ানক পরিবর্ত্তনের নিগূঢ় কারণ কি পাঠিকারা শুনিতে চান? সামান্য এক কথার ভিতরে ইহার উত্তর আছে—"সুরাপান।" বালকটী কুসঙ্গে পড়িয়া বাল্যকালেই সুরাপান আরম্ভ করে, ক্রমে বিদ্যালয় ছাড়িয়া আরও মন্দ সংসর্গে ও প্রলোভনে পতিত হয়। সুরাপান হইতে দুষ্কার্য্য করিতে শিক্ষা করে এবং সেই দুষ্কৃতির ফলস্বরূপ কারাগারে বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।*

কি ভয়ঙ্কর কি শোচনীয়, কি আশ্চর্য্য কথা! এই মানুষের মধ্যেই দেবতা, এই মানুষের মধ্যেই অসুর। বাতুলালয়, হাঁসপাতাল, জেল ও কুক্রিয়ার স্থান সকলে আমরা এখন যত হতভাগা ও হতভাগিনী পুরুষ রমণী দেখিতে পাই, সকলেই এক সময়ে শিশু ছিল, নির্দ্দোষ ভাব ও নির্ম্মলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিল, পিতামাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণের কত আদরের ধন ও আশা ভরসার স্থল ছিল, কুসঙ্গে সুরাপানে, পাপ প্রবৃত্তির স্রোতে পড়িয়া আজি তাহাদিগের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে! কিন্তু দেবতা হইতে যেমন অসুর হয়, অসুর হইতেও কি দেবতা হয় না? কে এ কথা বলিবে? কত পাপী পাপীয়সী ভগবানের নাম লইয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় ও পুণ্যশ্লোক হইয়া গিয়াছে, সাধুসঙ্গ পাইয়া কত দুরাত্মা সাধু হইয়াছে। চিত্রকরের ছবি দুইটী সকলেই যেন চক্ষের সমক্ষে রাখিয়া আপনাদিগকে—বিশেষতঃ সন্তান সন্ততিদিগকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। একটু কুসঙ্গ, একটু সুরাস্পর্শ, একটু কুপ্রবৃত্তির চরিতার্থতায় কি ভয়ানক কুফল ঘটিতে পারে কেহ বলিতে পারে না। আবার পাপীরা যেন নিরাশ না হয়। যে দেবতা অসুর হইয়াছে, যত্ন করিলে অনুতাপিত এবং ভগবানের কৃপাভাজন হইলে আবার সে দেবতা হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

* আমাদিগের কনিষ্ঠ রাজকুমার লিওপোলড্ কোন স্থানে এই দুইটী ছবির উল্লেখ করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারজন্য একটী সভা স্থাপনের প্রস্তাব।

যদিও বঙ্গদেশে ক্রমে ক্রমে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সাধারণের যত্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতেছে, যদিও স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে লোকের সন্দেহ ক্রমে দূরীভূত হইতেছে, তথাপি বঙ্গদেশে যত দিন অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন স্ত্রী শিক্ষা সহজ ও সত্বর বিস্তার পক্ষে বিঘ্ন ঘুচিবে না। আমরা ইহা বলিতেছিনা যে অবরোধ প্রথা এদেশ হইতে উচ্ছেদ করাই স্ত্রীশিক্ষা সুবিস্তারের প্রধান উপায়, এবং ইহাও বলি না যে অবরোধ প্রথা অবিলম্বে এককালে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অবরোধ প্রথা থাকাতে স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে যে ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে যাহাতে তাহার নিরাকরণ হয়, তাহার জন্য আমরা বিশেষ চিন্তিত। খ্রীষ্টীয়ানগণ যেমন জেনানা শিক্ষয়িত্রী দ্বারা অনেক বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম, সুচের কার্য্য ইত্যাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন, আমাদের একান্ত বাসনা যে আমাদিগের মধ্যে হইতে সুশিক্ষিতা পারিবারিক শিক্ষয়িত্রী সকল নিযুক্ত হয়েন এবং তাঁহারা গৃহে গৃহে গমন করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, নীতি ইত্যাদি উচ্চ উচ্চ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন।

আমরা শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম যে কতকগুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি ও সুশিক্ষিতা বঙ্গীয় মহিলা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রকৃষ্ট উপায় সকল অবলম্বন করিবার নিমিত্ত একটী সভা গঠন করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা ও নিযুক্ত করা ঐ সভার একটী প্রধান কার্য্য হইবে প্রস্তাবিত হইয়াছে। ইহার জন্য শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইবে এবং সেই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ শিক্ষিতা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলি অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রী হইবেন এবং কতকগুলি মফস্বলে গমন করিয়া তথায় অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অন্তঃপুর বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবেন। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ অন্তঃপুর বিদ্যালয়ে যাহাতে উপযুক্ত বেতনে কাজ পাইতে পারেন, তাহার নিয়ম করা হইবে। অন্তঃপুর বিদ্যালয় গুলির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীগণও ঐ সকল বিদ্যালয়ে কাজ পাইতে পারিবেন। এই সকল অন্তঃপুর বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব ভার অবশ্য এক একটী উপযুক্ত কমিটীর হস্তে অর্পিত হইবে। তাঁহারা বৃত্তি ও পারিতোষিক প্রদান এবং বিদ্যালয়

গুলির উন্নতির জন্য অন্যান্য উপায় স্থির করিবেন।

সভার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে ব্যয় করেন, তাহা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা। বলা বাহুল্য এই উদ্দেশ্য অতি উত্তম। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রী-শিক্ষার জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা বৃদ্ধি না করিলে দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের আশা বড় অল্প। প্রস্তাবিত রূপ সভা সংস্থাপিত হইলে এবং সেই সভায় বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণ যোগ দিলে, গবর্ণমেণ্ট উক্ত সভার আবেদন গ্রাহ্য করিবেন না কেন? অন্ততঃ সভা কর্ত্তৃক ঐ বিষয়ে ক্রমাগত আন্দোলন চলিলে শীঘ্র না হউক বিলম্বে ঐ আবেদন গ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা।

সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য অল্পশিক্ষিতা মহিলাগণের জন্য সহজ ভাষায় লিখিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা। উহাতে স্ত্রীলোকগণের প্রয়োজনীয় নানা বিষয় লিখিত হইবে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য "বামাবোধিনী পত্রিকা" থাকিলেও, আমরা উক্ত রূপ একটী নূতন পত্রিকা প্রচারের সম্পূর্ণ স্বপক্ষ। প্রস্তাবিত সভা যদি এক পয়সা মূল্যে মহিলাদিগের জন্য এক খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

যাঁহারা প্রস্তাবিত রূপ সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারদিগের চেষ্টা সফল হউক আমরা কায়মনোবাক্যে ইহা প্রার্থনা করি। কিন্তু কার্য্যটী যে গুরুতর তাহা যেন তাঁহারা প্রতীতি করেন। এই কার্য্য সাধন জন্য প্রথমতঃ এরূপ কতকগুলি বয়স্কা স্ত্রীলোক চাই, যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্তা এবং বিদেশে গিয়া অন্তঃপুর বিদ্যালয় সংস্থাপনে ও গৃহে গৃহে গমন করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষা প্রদানে সম্পূর্ণ রূপে সমুৎসুকা ও ক্ষমতাবতী। দ্বিতীয়তঃ অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। সভার অর্থ সংস্থাপন না হইলে কার্য্য আরম্ভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অন্তঃপুর বিদ্যালয় গুলিতে যদি ছাত্রীর সংখ্যা অধিক হয়, তাহাহইলে তাহাদিগের বেতন হইতে সেই বিদ্যালয় গুলি চলিতে পারিবে, কিন্তু তাহা না হইলে সভাকেই সেই বেতন যোগাইতে হইবে। আমরা দেশের অবস্থা যেরূপ অবগত আছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস যে প্রথম কিছুকাল অন্তঃপুর বিদ্যালয় গুলির ছাত্রী সংখ্যা খুব অল্পই হইবে। আবার সুলভ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে গেলেও অর্থের প্রয়োজন। ঐরূপ পত্রিকার ব্যয় উহার সংগৃহীত মূল্যে কখনই সঙ্কুলান হইবে না। ঐ পত্রিকার জন্যও সভাকে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। এই জন্য বলিতেছি প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপন করিতে

গেলে চাঁদা সংগ্রহ করা অগ্রে বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা আশা করি সভার উদ্যোগীগণ আপনাদিগের চেষ্টা, যত্ন ও উৎসাহ গুণে এই মহৎ সঙ্কল্প সাধনে অচিরাৎ কৃতকার্য্য হইবেন।

সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ।

পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা গুজরাটের সোমনাথের মন্দিরের বৃত্তান্ত অবশ্যই অবগত আছেন। গিজনির মামুদ ১০২৫খৃঃ অব্দে সোমনাথের মন্দির লুঠ করিয়া লইয়া যায়। উক্ত মন্দিরে সোমনাথ নামে মহাদেবের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ প্রতিমূর্ত্তি বহুমূল্য রত্ন মনি খচিত এবং উহার মধ্যে বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রস্তর সংরক্ষিত ছিল, সোমনাথের মন্দিরের তোরণ দ্বার অতি প্রকাণ্ড ও সুনির্ম্মিত। মামুদ উহাও লুঠ করিয়া স্বীয় গিজ্নি নগরে লইয়া যান এবং স্বীয় সমাধি মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে তাহা স্থাপিত করেন। লর্ড এলেন্‌বরো ঐ তোরণ দ্বার গিজনি হইতে পেশোয়ারে আনয়ন করেন। এক্ষণে উহা আগরার দুর্গে রাখা হইয়াছে।

সোমনাথের মন্দির আজিও আছে, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান অবস্থা মৃত দেহের ন্যায় শ্রী ও শোভা বিহীন। মামুদের সময় এই মন্দিরের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই নাই। মন্দিরটীরও অত্যন্ত ভগ্নাবস্থা, এক্ষণে কেহ ইহার প্রতি কোন রূপ যত্ন করে না, কিন্তু ইহা এমনি দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে সহস্র বৎসরের অধিক গত হইলেও ইহা অদ্যাপি ভূমিসাৎ বা বিনষ্ট হয় নাই! প্রাচীন ভারতবর্ষে স্থাপত্য বিদ্যার কতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা এই সোমনাথ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া উপলব্ধি করা যায়। বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় ইংরেজ গৃহনির্ম্মাতাগণ ইহার নির্ম্মাতাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যেরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডে এই মন্দির নির্ম্মিত, তাহা কিরূপে এক স্থান হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল এবং উপরে উত্তোলন করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ তাহা স্থির করিতে অক্ষম। সোমনাথ মন্দিরের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হিসাব করিলে প্রতীতি হয়, যে মন্দিরটী দৈর্ঘ্যে ১৭১ ফিট ও প্রস্থে ১৫ ফিট ছিল। মন্দিরটী যে স্থানে অবস্থিত, তাহা অতি সুন্দর ও

রমণীয়। একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত, উহার পাদদেশ বিশাল আরব সমুদ্র ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উহারই শৃঙ্গদেশে মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত। ভগ্ন হইলেও মন্দিরটী স্থানের গুণে সুন্দর দেখায়।

ভাগীরথী-তটে সন্ন্যাসী।

পূর্ব্বস্মৃতি।

তাপিত হৃদয়ে আজ, জুড়াতে তোমার তটে
এসেছি মা দেগো শান্তিবারি,
জীবনে আশার নেশা, দেখ মা ছুটিয়ে গেছে,
চারি দিক শূন্যময় হেরি।
পুণ্যতোয়া তবতটে, পূর্ব্ব স্মৃতি জেগে উঠে,
কাঁদে মাগো সন্ন্যাসীর মন,
কি ছিল কি হ'য়ে গেছে, আরও কি হইবে পিছে
আরও কত হব জ্বালাতন।
মা তোমার এ পুলিনে, আশা কুহকিনী সনে,
কত খেলা খেলিয়াছি সাধে।
কত গড়িয়াছি ভাঙ্গি, রচিয়াছি কত ডালা,
কতই মা কেঁদিছি বিষাদে।
কত মা তোমার নীরে, মিশেছে এ আঁখিনীর,
কাঁদিবার তরে এ জীবন—
কাঁদিতে দিয়াছে বিধি, কাঁদিয়াছি নিরবধি
কবে হ'বে এ পাপ মোচন?
মা তোর শ্মশান ভূমে, যে রত্ন নিহিত আছে
দেখা গো মা দেখা একবার,
সকলি পলায়ে গেল, কেন এলো কোথা গেল,
বলে দেমা ঘুচুক বিকার।
একে একে ফুলগুলি, সকলি গিয়াছে ঝরি,
শুষ্ক কাণ্ড আছি দাঁড়াইয়া,
এখনও সৌরভময়, চারিদিক আমোদিত
কোরকেই গেল শুকাইয়া।
কি যেন স্বপন সম, নয়নে লাগিয়ে আছে,
কি যেন কি খুঁজিয়া বেড়াই।
একি সন্ন্যাসীর মন, এখনো ঘোচেনি ধাঁধা,
আদি অন্ত কিছুই ত নাই।
ওই যে সে মুখ গুলি, তোর জলে করে খেলা
স্বচ্ছ নীরে মুকুতার হার,
দেমা দেমা কোলে তুলে, আর কভু না চাহিব,
প্রাণভরে দেখি একবার।
ছেড়েছি সংসার মায়া, অঙ্গ কমণ্ডলুসার,
তবু পোড়া কেঁদে ওঠে মন,

ভাবিয়ে না কিছু পাই, কিসের বাঁধন এত,
কেন হাসি কিসের রোদন ?
ওই ওই তরুপরে, আনে ওই পিকস্বরে
কি যেন ঢালিয়া দিত কানে,
আজিরে কি নাই ব'লে, শূন্য প্রাণে শূন্যরব
হৃদয় বিদরে ওই তানে।
এইত পুলিনে বসি, আমিও গেয়েছি কত
পিকবর তোরে অনুকারি,
কোথা গেল সে অন্তর, ফিরে দেখা
একবার
মুছা মাগো নয়নের বারি।
ওই যে উদ্যান গুলি, এখনও হাসিছে
কিবা
প্রকৃতির চারু অলঙ্কার,
কতদিন ওই খানে, সখা সনে ফুল্লমনে,
মন সুখে করেছি বিহার।

কুসুম ভূষণে সাজি, রজনীতে গৃহে ফিরি
প্রেয়সীর কত অভিমান,
আবার কুসুম লয়ে, চারু বপু সাজাইয়ে
রাখিয়াছি মানের সম্মান।
ভালবাসা মাখা প্রাণে, ভালবাসা ময়
গানে
জগতে করিনু প্রেমময়,
গাঁথিতে সাধের মালা, কুসুম শুকায়ে
গেল,
ভেঙ্গে গেল কোমল হৃদয়।
এ সংসার নাট্যশালা, সবে খেলে চলে
গেছে
জীবনের যবনিকা ফেলি,
উজলিত শত শিখা, একে একে নিবে
গেল,
অভাগা গনিল দীপ গুলি।

আলাস্কাদেশীয় স্ত্রীলোক।

যখন সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অদ্যাপিও স্ত্রীলোকের স্বত্ব লইয়া কত কাণ্ড হইতেছে, তখন যে অসভ্য বর্ব্বরজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। স্ত্রীলোক গৃহসজ্জা—বিলাস-দ্রব্য—পুরুষের যদৃচ্ছ ব্যবহার্য্য বস্তু, ইহা জগতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ইহাদিগের আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। বাণিজ্য দ্রব্যের ন্যায় ইহাদিগের ক্রয় বিক্রয় প্রথা অনেক সভ্যজাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকের উন্নতি ও স্বাধীনতাকল্পে বর্ত্তমান আমেরিকানদিগের যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে কোন জাতি এরূপ উদারভাব প্রদর্শন করে নাই। বর্ব্বরজাতিদিগের তো কথাই নাই, তাহারা ভারবাহী জীবের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক জাতির আদৌ সামাজিক বন্ধন নাই, সুতরাং বৈবাহিক সম্বন্ধ তাহাদিগের মধ্যে চির অপরিচিত। জ্ঞান, সভ্যতা ও সদাচারে আর্য্যজাতিই

অগ্রণী, স্ত্রীজাতির উন্নতি ও স্বত্বদিবয়ক অনেক আখ্যায়িকা আমাদিগের পুরাণে বর্ণিত আছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ বিধিবদ্ধ বলিয়া ইহাঁরাই স্ত্রীজাতির যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে যদৃচ্ছব্যবহারের অসদ্ভাব ছিল না। আমাদিগের বর্ত্তমান গৃহ সকল সেই আদর্শেই গঠিত, সুতরাং আমরা যে ভাবে স্ত্রীলোকদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকি, তাহা আপনারাই বিলক্ষণ অবগত আছি। আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতারা এ বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষাও কৃপাপাত্র। ইংরাজেরা কতকটা উন্নত বটেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীসম্মাননা সর্ব্বজনীন ভাব নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বর্ত্তমান আমেরিকানেরাই কেবল এবিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। কিন্তু আমরা যাহাদিগের বিষয় লইয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, ইহারা বর্ব্বর হইলেও অনেক বিষয়ে সভ্য জগতের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আলাস্কা উত্তর প্রশান্ত সাগরের একটী উপদ্বীপ। এখানে এলিয়ট, ত্লিঙ্কিট ও এস্কিমো এই তিন জাতি বাস করে। ইহারা সকলেই স্ত্রীজাতির প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ত্লিঙ্কিট ইণ্ডিয়ানেরা আরও উদার। ইহাদিগের বিশেষ শাসন যে ইহাদিগের প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীর পক্ষের আত্মীয় তাহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। যুবরাজ বিবাহিত না হইলে তাহার উত্তরাধিকারীর স্থিরতা নাই। রাজগৃহে কন্যাদান করিতে পারিলেই রাজত্ব গ্রহণ হইল, ইহা একপ্রকার তাহাদিগের স্থির নিয়ম। সুতরাং এখানে রাজবংশের পর্য্যায় নিয়ম নাই। রাজা এক বংশে বিবাহ করিয়া রাজ্য সেই বংশসাৎ করিলেন, আবার দ্বিতীয় বংশের রাজা ভিন্ন বংশে বিবাহ করিলে রাজ্য সেই বংশের হস্তগত হইল। কেবল রাজ্য ও বিষয় সম্পত্তি নহে, সমস্ত সাংসারিক এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়া কলাপও স্ত্রীলোকের আয়ত্তাধীন। জীবদ্দশায় সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদন জন্য পুরুষ যে কিছু কার্য্য করুন না কেন, তাঁহার উত্তরকালে বিষয় সম্বন্ধে কোন বন্দোবস্ত করিবার তাঁহার অধিকার নাই। পুত্রের পিতার সম্পত্তিতে কোন আশা নাই, তবে ভগ্নী বা কন্যা যদি প্রভূত ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তাহা হইলে তাহার আশার উদ্রেক হইয়া থাকে।

স্বামী উপার্জ্জন করিয়া বিষয়াদির উন্নতিসাধন করেন বটে, কিন্তু ক্রয় বিক্রয়ে তাঁহার অধিকার নাই। যদি তিনি কোন দ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহা অগ্রাহ্য, স্ত্রী তাহা তৎক্ষণাৎ বা বহুকাল পরেও খণ্ডন করিতে পারেন। বিদেশী বণিকগণ যাহারা এখানকার নিয়ম সম্যক্ অবগত নহে, পুরুষদিগের সহিত

ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি করিয়া অনেকবার এই দায়ে পতিত হইয়াছে। পুরুষেরা স্ত্রীর এই অতিরিক্ত অধিকারের জন্য কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। অনেকে তাহাদিগকে স্ত্রৈণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা তাহাও নহে। অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকেরা সাধ্য-মত যেরূপ পরিশ্রম করিয়া সংসারের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ করে। পুরুষ যেমন অলস হইয়া মাতা, স্ত্রী বা ভগ্নীর শ্রমের উপর নির্ভর করে না, স্ত্রীও সেইরূপ কেবল পুরুষের শ্রমের উপর নির্ভর করিয়া আলস্যে সময়াতিবাহিত করে না। ইহাদিগের একটী দূষণীয় প্রথা আছে, যাহা অন্য কোন জাতি মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বহুবিবাহ কেবল অসভ্য কেন, অনেক সভ্য সমাজেও প্রচলিত আছে। খৃষ্টিয়ান সমাজে কোন কোন সম্প্রদায়ে বহুবিবাহের প্রাণ দণ্ড বিধি সত্বেও মর্ম্মণেরা স্বেচ্ছায় বহুবিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের বহু-বিবাহ এক পক্ষীয় নহে। পুরুষেরা যেরূপ দারগ্রহণ করিতে পারে, স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ বহুপতি বরণ করিয়া থাকে। কিন্তু বহু দার গ্রহণ করিয়া সচরাচর গৃহস্থকে যেরূপ উত্যক্ত হইতে হয়, বহুপতি গ্রহণ করিয়া গৃহি-ণীকে সেরূপ উত্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন ভ্রমণকারী স্বচক্ষে দুই স্বামী লইয়া গৃহিণীকে মনসুখে সুশৃঙ্খলে সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। ইহাদিগের বংশাবলীর বা পারিবারিক ইতিহাস রক্ষার একটী অপূর্ব্ব কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠিকারা মনে করিবেন না, ইহারা পুরুষ ও স্ত্রী উভ-য়েই ইতিহাস রক্ষা করিয়া থাকে। ইতিহাস কেবল স্ত্রীলোকেরই জন্য। স্ত্রীর মাতা, মাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী ইত্যাদি ইতিহাসের বিষয়। যদি কোন ভাগ্যবান পুরুষের ইতিহাস থাকে, তাহা কেবল তাহার নিজের জন্যই। তাহার পরে তাহার মাতা, মাতামহী প্রভৃতি বর্ণিত হইয়া থাকে। তাহারও পিতৃকুল জানিবার কোন উপায়ই নাই। এই ইতিহাস আবার কিরূপে রক্ষিত হয়, তাহা শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়। প্রত্যেকের গৃহদ্বারে একটী এবং কিঞ্চিৎ সচ্ছলাবস্থা হইলে দুই পার্শ্বে দুইটী দীর্ঘ কাষ্ঠ দণ্ড নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা কেবল নগর ও গ্রামে বদ্ধ নহে, সামান্য পল্লীস্থ দীন ব্যক্তির কুটির মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠদণ্ড বা খুঁটিকে দেশীয়েরা টোটেম বলে। ইহাতে একটী দণ্ড হইলে কেবল স্ত্রীর মাতৃপক্ষের বংশাবলী চিত্রিত আছে এবং দুইটী দণ্ড হইলে পুরুষের ও মাতৃ পক্ষের বংশাবলী চিত্রিত থাকে। ইহা-দিগের বংশাবলীও অদ্ভুত। প্রত্যেক বংশের আদি পুরুষের নাম কোন পশু, পক্ষী, মৎস্য বা সরীসৃপের নামানুরূপ।

সুতরাং বংশবিজ্ঞাপক এই সকল জীবের চিত্র খোদিত হয়। প্রথম স্ত্রী বা পুরুষের বংশবিজ্ঞাপক মূর্ত্তি, পরে তাহার মাতার, পরে মাতার মাতার এই রূপ চিত্র সকল পর্য্যায়ক্রমে নিম্ন হইতে নিম্নতর অবতরণ করিয়া ভূমিতে সংলগ্ন হইয়াছে। দণ্ডগুলি দেখিতে যেরূপ কুৎসিত, 'চিত্র-গুলিও সেইরূপ কদাকার, অনেকটা আমাদিগের বৃষকাষ্ঠের অনুরূপ।' স্ত্রীজাতির প্রাধান্য রক্ষার জন্যই এই কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

———:———

অসমসাহসিক কার্য্য।

বহুদিন হইল প্রসিদ্ধ কল্‌ডউইন একদা একটী ব্যোমযানে অধিরোহণ করিয়া পঞ্চ সহস্র পাদ (প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ) উচ্চ স্থান হইতে লম্ফ দিয়া ধরাতলে নির্ব্বিঘ্নে পতিত হন। তাঁহার অবলম্বন কেবল একটী (paraclete) ছত্র ছিল মাত্র। এই দুষ্কর কার্য্যের জন্য তিনি সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পরিচিত ও বিখ্যাত হইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার কার্য্য আরও দুঃসাহসিক। ইনিও একটী ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ১০০০০ দশ সহস্র পদে (কিঞ্চিদূন এক ক্রোশ) ঊর্দ্ধ হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে অবলীলা ক্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহাঁর গৌরবের বিষয় আরও অধিক যে ইনি ছত্র বিস্তার করিয়া লম্ফ দেন নাই। লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বহুদূর পতিত হইলে ছত্র বায়ুবেগে আপনি স্বতঃ বিস্তারিত হয় ও পতনক্রিয়ার নির্ব্বিঘ্নতা সংসাধন করে। আমরা পাঠিকাবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ইহার সঠীক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

কয়েক সপ্তাহ হইল আমেরিকার মিচিগান নগরের একটী প্রকাণ্ড স্থলে এডওয়ার্ড ডি হোগান নামক একব্যক্তি উক্ত দুঃসাহসিক কার্য্যের বিজ্ঞাপন করিয়া অনুষ্ঠানার্থ উপস্থিত হয়। স্থানটী দর্শকমণ্ডলে পরিপূর্ণ ছিল। হোগান অপূর্ব্ব দৃশ্য প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইয়া সদর্পে অপেক্ষিত ব্যোমযানে আরোহণ করিলেন। ব্যোমযান শনৈঃ শনৈঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। ক্রমে ১০ দশ সহস্র পাদ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। অভিলষিত উচ্চ স্থানে উপনীত হওয়াতে হোগান আর ঊর্দ্ধে পরিচালিত হইল না, সুতরাং তাহা তখন ২০০।৩০০ পাদ ব্যাপিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। নিম্নস্থ দর্শক মণ্ডলীর বোধ হইতে লাগিল যেন নভোমণ্ডলে একটী প্রকাণ্ড বৃষ অবলীলাক্রমে বিচরণ করিতেছে। এমন সময় হোগান ব্যোমযানের এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার অবলম্বনের

মধ্যে কেবল একটী প্রকাণ্ড ছত্র, কিন্তু তাহা বদ্ধ ছিল। তাহার হস্তে দৃঢ়রজ্জু নুকল লম্বমান, হোগান সেই রজ্জুদ্বারা বিলক্ষণরূপে আপনাকে বদ্ধ করিলেন এবং সহসা ব্যোমযান হইতে শূন্য দেশে লম্ফ প্রদান করিলেন। নিম্নস্থ দর্শক-মণ্ডলী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সকলেই তাহার জীব-নাশা পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং মনে করিয়াছিল যে ধরাতলে পতিত হইবা মাত্র তাহার শরীর শতধা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। হোগান কামান-নিক্ষিপ্ত গোলার ন্যায় প্রায় ৫০০ শত পাদ নিম্নে পতিত হইতেছিল, তখনও তাহার অবলম্বিত আতপত্র বিস্তৃত হয় নাই। তাহাকে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় পতিত হইতে দেখিয়া দর্শকেরা ভয়ে নেত্র নিমিলিত করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। এমন সময় বায়ুবেগে ছত্র বিস্তারিত হইল, হোগানের অধঃপতনের বেগ সংযত হইল। ছত্র পক্ষের ন্যায় বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাহার বাহককে নির্ব্বিঘ্নে পৃথিবীতে লইয়া আসিল। হোগান যে স্থান হইতে ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া নভোদেশে উড্ডীয়মান হইয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ দূরে নামিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কৌতুকাবিষ্ট দর্শকদিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না, তাহারা সোৎসুকচিত্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিল। তাঁহার এই দীর্ঘ লম্ফ তিন মিনিটে সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি দেড় মিনিটে সম্পন্ন করিবেন গণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত দেড় মিনিট বিলম্ব হওয়াতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। এতদিন পরে রুক্মাবাইয়ের মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। রুক্মা-বাই তাহার পরিণীত স্বামী দাদাজীর খরচ খরচা হিসাবে ২০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং তিনি রুক্মা-বাইর বা তাঁহার সম্পত্তির উপর ভবি-ষ্যতে আর কোন দাবী দাওয়া করি-বেন না অঙ্গীকার করিয়াছেন। এরূপ বন্দোবস্ত না হইলে আইন অনুসারে রুক্মাবাইকে জেলে যাইতে হইত। ইণ্ডিয়া টাইম্‌স পত্র বলেন, রুক্মাবাই জেলে গেলে সমাজসংস্কারের পক্ষে ভাল হইত।

২। এলাহাবাদের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী হলাও ভাষা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত এফ এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া "ডফ ছাত্রবৃত্তি" পাইয়াছেন। এবার এফ এ

পরীক্ষায় ২৫০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫৮০ উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে একটী বালিকা তাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহা স্ত্রীজাতির কম গৌরবের বিষয় নহে।

৩। গত ১লা জুলাই হইতে নিয়ম হইয়াছে একখানি মনিঅর্ডারে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাঠান যাইতে পারিবে। পূর্ব্বে ১৫০৲ টাকার অধিক একখানি মনিঅর্ডারে পাঠান যাইত না।

৪। বিলাতী বিবীরা আমাদের দেশের শাল রুমাল বিশেষতঃ রামপুরী চাদর বড় ভাল বাসেন। ভারতবর্ষ হইতে এক বৎসরে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৭০২৲ টাকার শাল রুমাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই বিলাতে গিয়াছে।

৫। পুনা নগরে আগামী শিল্প প্রদর্শনীর জন্য বৃহৎ আয়োজন হইতেছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, ইন্দোররাজ, বোম্বাইয়ের বণিক সভা এবং অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তি ও সভা সকল প্রদর্শনীর উন্নতিকল্পে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

৬। স্ত্রীলোকেরা বহুল পরিমাণে যাহাতে কার্য্যে নিযুক্ত হয় এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিলাতে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা, যে সকল স্ত্রীলোক সরকারী কার্য্যে বা বেসরকারী কারখানায় নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবনে, তাহাদিগকে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিবেন।

৭। মদ্যপানে মার্কিন জাতির ঘোর অনিষ্ট হইতেছে ইহা উপলব্ধি করিয়া মার্কিন মহিলারা তৎপ্রতিবিধানে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যাহাতে মার্কিন কন্‌গ্রেসে (মহাসভায়) মদ্য বিরোধী ব্যক্তিগণ কেবল প্রবেশ লাভ করিতে পারেন, সেইজন্য তাহারা ঐ মহাসভায় স্ত্রীলোকের মতামত প্রকাশের ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন; এইরূপ আশাকরা যায় অন্যান্য জাতি ইঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া মদ্যের বাণিজ্য এককালে উঠাইয়া দিবেন।

৮। কলিকাতার মেডিকেল কলেজের প্রথম এম্ বি পরীক্ষায় মিস্ বার্জিনীয়া মিত্র নাম্নী একজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয় মহিলা সর্ব্ব প্রথম হইয়াছেন; এবং কুমারী বিধুমুখী বসু উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহা স্ত্রীজাতির গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

৯। নিউইয়র্ক নগরে কতকগুলি দানশীলা রমণী (Spectacle Mission) চস্‌মা বিতরণী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল গরীব লোকের চক্ষুর দৃষ্টি হ্রাস হইয়া আসিতেছে এবং যাহাদের উত্তম চস্‌মা ক্রয় করিবার ক্ষমতা নাই অথচ কার্য্য করিবার জন্য চক্ষুর ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন, উক্ত সভা হইতে সেই সকল ব্যক্তির দর্শনেন্দ্রিয় একজন পারদর্শী চক্ষু-চিকিৎসক ডাক্তার দ্বারা বিনাব্যয়ে পরীক্ষা করান হয় এবং তাহাদিগকে

চক্ষুর উপযুক্ত চস্‌মা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। দয়ালু ও বদান্য ব্যক্তিরাই কেবল দরিদ্র জনের সাহায্য করিবার জন্ত নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন।

বামা রচনা।

খোকার হাসি।

১

লইয়া তারকা দলে তারাপতি সুধাকর
নির্ম্মল গগন মাঝে হাসিয়াছে কতবার,
হেরিয়া আপনপতি হেসেছে ক্ষণদাসতী,
হেসেছে রজনীগন্ধা সৌরভ বিতরি কত!
হাসিয়াছে ঝিঁঝিঁ পোকা হৃদয়ের হাসি যত,
ধনীদের রম্য অট্টালিকা সুধা-ধবলিত
মাখিয়া চন্দ্রিকা রাশি হইয়াছে হাস্তান্বিত,
নৈশ বায়ু সঞ্চালিত তরঙ্গাঘাতে কম্পিত
পলাশাঙ্কে দেখিয়াছি কৌমুদরী হাসি রাশি,
তরুণ অরুণ মাখা দেখেছি উষার হাসি।

২

মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডকরে স্থির সরসী উরসে
দেখেছি মোহিনী হাসি হাসিতে সে তামরসে,
তুমি হাস আমি হাসি হাসে কত ফুল রাশি,
এ বিশাল ধরণীর বিশাল উরসোপরি—
নিত্য নিত্য নব হাস্যে হাসে প্রকৃতি সুন্দরী!
এ সকল হাসি যেন মম প্রাণে কিছু নয়,
এক দিন আকর্ষণ করেনি ভাঙ্গা হৃদয়।
হেরিতে খোকার হাসি কেন এত ভাল বাসি?
কি যেন কেমন তর প্রাণে সুধা বরিষয়,
মুহূর্ত্তেক তরে ভুলি নিজ দুর্ভাগ্য নিচয়।

৩

মুহূর্ত্তেক তরে ভুলি সংসারের ক্লেশ যত
মুহূর্ত্তেক তরে প্রাণ বিশ্রাম করয়ে কত,
সরলতা পবিত্রতা খোকার হাসিতে গাঁথা,
রজত চন্দ্রিকা রাশি যত্নে এই ধরাধর,
হৃদয় রঞ্জন করে শিশুর সহাস্তাধর,
সংগ্রহি চাঁদের সুধা ফুলের সৌন্দর্য্য রাশি
মিশ্রিত করিয়া ধাতা সৃজেছে শিশুর হাসি।
খোকার হাসিতে তাই তুলনাও মিলে নাই,
কি দিব তুলনা আমি, এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আর
খোকার এ হাসিটুকু বিশ্বে সৌন্দর্য্যের সার।

৪

হাস হাস খোকা! হাস হাস যাদু আর বার,
জুড়াক ক্ষণেক তরে মম তাপিত অন্তর,
সংসার-আতপ তাপে তব প্রাণ নাহি তাপে,
অভাবের সনে কভু নাহি হও পরিচিত,
নিরাশ তোমারে আজো করে নাই জর্জ্জরিত,
তোমার কোমল প্রাণে আশা আজো পশে নাই,
সংসার-আবর্ত্ত মাঝে স্থির হয়ে আছ তাই।
আত্মীয় বিচ্ছেদ ভয় তব মনে নাহি হয়
অতীতের স্মৃতি তব দহেনা পরাণ মন,
ভাবী যবনিকা তুলে দেখনা দৃশ্য ভীষণ।

৫

সুধাময়ী শান্তি সদা অবস্থিত তব কাছে,
তাইতে হাস্যের ঢেউ তোমার অধরে রাজে,
তাই অস্ফুট রবেতে বর্ষ সুধা অনিবার
শিশু! তুমি জাননাত কি ভীষণ এ সংসার!
তাই এ বিমল হাসি হাসিতেছ সুধাধরে,
হাস হাস খোকা হাস, হাস যাদু প্রাণ ভরে,
এই হাসি অল্প দিন থাকিবে তব অধীন
অবিলম্বে চলে যাবে জন্মে আর পাবেনা,
সুখে দুঃখে দিন যাবে এদিন আর রবেনা।

৬

বাসনা তাড়াবে সদা আশা-মরীচিকা পানে
আবার নিরাশা-মরু ভীষণ বাজিবে প্রাণে,
পাপ সনে পরিচিত হইতে হইবে কত
পুড়িবে হৃদয় তায় অনুতাপ-হুতাশনে,
বিলীন এহাসি রাশি হইবে ও চন্দ্রাননে।
ভবিষ্যৎ পানে প্রাণ আর যেতে চাবেনা,
তৃষিত পরাণ কভু তৃপ্তি ভোগী হবে না,
বাঁশের ঝাড়ের মত বেড়িবেক আশা কত
একটী পূরণ হলে নবাঙ্কুর উঠিবে,
সরল তরল হাসি এই আশা হরিবে।

৭

নিশার তুষার রাশি গোলাপের অধরে
চুম্বিবার ব্যপদেশে পতিত ধরণী পরে,
সে জলে বিধৌত হয়ে লক্ষীর শ্রী হরে রূপে
প্রভাত বায়ুর কোলে গোলাপ ঈষৎ দোলে,
গোলাপের সেই শোভা হর তুমি হাসিয়া,
সে হাসি দেখিতে আমি আসি ভাল-বাসিয়া,
হাস হাস যাদুমণি ঈষৎ কম্পিতাধরে,
ভুলে যাই ত্রিভুবন ভুলে যাই মরামরে,
ভুলে যাই পার্থিবতা ভুলি নর-নশ্বরতা
এ পাপ সংসারে ভুলি মুহূর্ত্ত সময় তরে,
সুশীতল শান্তি বায়ু ভুঞ্জি তাপিত অন্তরে।

শ্রী কুমুদিনী—যশোহর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৩ সংখ্যা	শ্রাবণ ১২৯৫—আগষ্ট ১৮৮৮।	৪র্থ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সম্রাট সম্মিলনী—জর্ম্মনির যুবক সম্রাট উইলিয়ম সেণ্টপিটর্স বর্গে গিয়া রুসীয় সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে খুব ধুমধাম হইয়াছিল।

সুন্দরী প্রদর্শনী—আমেরিকায় সকলি নূতন। সম্প্রতি ফিলাডেলফিয়া নগরে সুন্দরী স্ত্রীলোকের এক প্রদর্শনী হইয়াছিল।

বাল্যবিবাহ নিবারণ—তার যোগে সংবাদ আসিয়াছে গত ১০ই জুলাই পার্লেমেণ্টের লর্ড সভায় ভারতবর্ষের বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। লর্ড ক্রস রাজপুত জাতির বিবাহ সংস্কার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহারা না কি ১৮ বৎসরের কম পুরুষের এবং চৌদ্দ বৎসরের কম স্ত্রীলোকের বিবাহ দিবেন না।

স্বামিভাগ্য—আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট জেনারেল গ্রাণ্টের বিধবা পত্নী স্বামীর রচিত আত্মজীবনচরিত বিক্রয় করিয়া এ পর্য্যন্ত আট লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

স্ত্রীলোকের ফাঁসী—স্ত্রীলোকের ফাঁসীর বিষয় কমই শুনা যায়। সম্প্রতি গুরুদাসপুর জেলার অন্তঃপাতী ছুদা নামক স্থানে নিজ স্বামীকে বিষ খাওয়াইয়া হত্যা করাতে জনৈক স্ত্রীলোকের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্য কৌশল—এডিসন নামক এক সাহেব এক রকম মোমের পুতুল তৈয়ার করিয়াছেন; এ পুতুল কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারে।

দীর্ঘ চুল—স্ত্রীলোকদিগের চুল ২২ হইতে ২৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তর আমেরিকার এক জাতীয় আদিমনিবাসীদিগের চুল পৃথিবীর সকল জাতীয় মনুষ্যদিগের অপেক্ষা লম্বা হইয়া থাকে। উহাদের সর্দ্দার বা রাজার চুল এক খেই ১০ দশ ফুট লম্বা দৃষ্ট হইয়াছে।

দুর্ঘটনা—(১) ইংরাজের কেপ-কলোনি উপনিবেশে এক লোমহর্ষণ দুর্ঘটনা হইয়াছে। কেপটাউনের সন্নিকট কিম্বালি নামক স্থানে একটী প্রসিদ্ধ হীরক খনি আছে, এখানে অনেক লোক খাটিয়া থাকে। এই খনির নির্গমন পথে কিরূপে আগুণ লাগিয়াছিল। কত লোকের যে মৃত্যু হইয়াছে বলা যায় না। আগুন লাগিবামাত্র সকলেই খনি হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করায় চাপা চাপিতে বহির্গম পথেই আড়াই শত লোকের প্রাণ বিয়োগ ঘটে। অনেক শ্বেত পুরুষও মারা গিয়াছে। খনি-গর্ভ হইতে পরে ৩৬ জন ইউরোপীয় ও ৪০০ আফ্রিকান কষ্টে বাহির হইতে পারিয়াছে।

(২) সম্প্রতি জাপানে এক আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ৪০০ লোক হত ও অনেকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

রক্তবৃষ্টি—সিংহলদ্বীপে কিছুদিন হইল রক্তবৃষ্টি হইয়াছে।

স্ত্রী ডাক্তার—আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ৩০০ টাকা বেতনে লেডী ডফারিণের স্ত্রীহাস-পাতালে চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ডাক্তারী কাজ ইতিপূর্ব্বে আর কেহ পান নাই।

জীবন্ত ছিটাগুলির কামান—চাটোডন শ্রেণীর অন্তর্গত এক জাতীয় ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, সিংহল হইতে জাপান পর্য্যন্ত পূর্ব্ব সাগরে ইহাদিগকে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের নাসিকা চঞ্চুর ন্যায় গঠিত, ইহার অভ্যন্তর দিয়া ইহারা এরূপ বেগে জল বিন্দু নিক্ষেপ করিয়া থাকে, যে তদাঘাতে লক্ষ্য মক্ষিকা একবারে পতিত হয়, ইহারাও তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে অনায়াসে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। ইহাদিগের লক্ষ্যও চমৎকার, প্রায় বিফল হয় না। যখন মক্ষিকাগণ স্বচ্ছন্দে জল সন্নিধানে তৃণোপরি উপবিষ্ট থাকে, এই মৎস্য সাবধানে শনৈঃ শনৈঃ তাহাদের নিকটস্থ হইয়া, গোপনে চঞ্চু প্রসারণ করিয়া জলবিন্দু নিক্ষেপ পূর্ব্বক একেবারে তাহাদিগকে পাতিত ও কবলিত করে।

কাব্য ও গব্য ব্যবসায়—ইংরাজ কবিকুলতিলক লর্ড টেনিসনের নাম

অনেকেই শ্রুত আছেন, তিনি কবিত্ব-বলে রাজপ্রসাদে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী আহিরী কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী। ওয়াইট দ্বীপের সর্ব্বত্রই তাঁহার গব্য সামগ্রী আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। বিবি হালাম টেনিসনের দুগ্ধ, মাখম ও সর বিশুদ্ধ বলিয়াই সর্ব্বত্র বিক্রীত হয়, এবং কবিবর তদ্দ্বারা বিলক্ষণ লাভবান হন। তাঁহারা কাব্য ব্যবসায় অপেক্ষা স্ত্রীয় গব্য ব্যবসায়ের আয় ন্যূনতর হইবে না।

কুমারী ব্লাঞ্চ উইলিস হাউয়ার্ড—একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা, তাঁহার দৈনিক কার্য্যের এই-রূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে। প্রত্যহ উপন্যাস রচনা, গৃহকার্য্য সম্পাদন, ভ্রাই ভগিনী ও পুত্র কন্যাদিগের অধ্যাপনা, উৎকট উৎকট রোগীদিগের সেবা ও শুশ্রূষা, তাঁহার যে সকল গ্রন্থ জর্ম্মণ, ইতালী ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইতেছে, তাহার পরিদর্শন, প্রত্যহ স্মরণ শক্তির উন্নতি জন্য নিয়মিত পাঠাভ্যাস এবং টাইপ রাইটরে অতি দ্রুত লিখন শিক্ষা।

নারীজীবনের মহত্ত্ব।

পাঠিকা ভগ্নী, আপনি চিরদিনই হৃদয়ের প্রশস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ। স্নেহ-মমতা, দয়া-দাক্ষিণ্য, প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি হৃদয়ের গুণগুলি চিরদিন নারী জীবনকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে—আপনাকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আজ আপনাকে এমন একটি বিবরণ উপহার দিব যাহাতে দেখিতে পাইবেন যে রমনী-জীবন কেবল হৃদয়ে বড় নহে, মানবজীবনের অতি মহৎ ব্যাপার সকল—যাহাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পুরুষোচিত শ্রমশীলতা ও কার্য্যদক্ষতার প্রয়োজন—যাহাতে বিশিষ্টরূপ মনের বল ও চরিত্রের সাধুতার প্রয়োজন—যাহাতে স্বার্থনাশ ও সুখ লালসা বিসর্জ্জনের প্রয়োজন—যাহাতে মানব জন্ম লাভ করিয়া নিজকে ও জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করার প্রয়োজন, এমন সকল অনুষ্ঠানে রমণী নিযুক্ত। রমণীকে এইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া আমাদের আশা হইতেছে যে এক দিন পুরুষ ও রমণী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সংসারের কল্যাণের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন উৎসর্গ করিয়া খাটিতে সমর্থ হইবেন।

সুপ্রবীণ বৃদ্ধের সহিত পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর যে প্রভেদ, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষের সহিত নূতন মহাদ্বীপ আমেরিকারও সেই প্রভেদ। কখন কখন এমন ঘটে যে সুপ্রবীণ ও জ্ঞানসম্পন্ন বৃদ্ধকেও শিশুর পরামর্শে চলিতে

হয়—তাই বলিতেছি আমেরিকা শিশু হইলেও আমেরিকার চরণতলে বসিয়া ভারতের অনেক শিখিবার আছে—আজ আমরা তাহারই বিষয় কিছু বলিতেছি। আমরা সংপ্রতি একখানি সেদেশীয় সংবাদ পত্রে ২,৫০,০০০ দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রমণীর আত্মবিসর্জ্জন, লোক-সেবা ও স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধীয় এক অতি আশ্চর্য্য প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম সুখ অনুভব করিয়াছি। পাঠিকা দেখিবেন যে, যে সকল মহিলা আমেরিকার জাতীয় কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্য সত্যই মানব সমাজের পরম বন্ধু—স্বজাতির গৌরব ও মাথার মুকুট। কালে ইহাঁরা সর্ব্বত্র দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পূজা পাইবেন।

ইহাদের যত্নে আমেরিকা হইতে মাদক সেবন উঠিয়া যাইবার আয়োজন হইতেছে। যুক্তরাজ্যের সভাপতি ক্লেভ্ল্যাণ্ড যে লেখনী দ্বারা মিতাচার বিষয়ক আইনটি স্বাক্ষর করেন, গভীর সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তিনি সেই লেখনী ঐ সকল মহিলাগণের অগ্রণীর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং বলিয়া পাঠান যে তাঁহাদের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ যে আইন পাস হইয়াছে, তাহা তিনি উক্ত লেখনী দ্বারা স্বাক্ষর করিয়াছেন! যে সময়ে ঐ আইন রাজকীয় কমিটিতে পাস হইয়া সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়, তখন জানা গেল যে একটি মাত্র ভোটের অভাবে আইনটি পাস হইতেছে না। এমন সময়ে সহসা এক রমণীমূর্ত্তি দেখা দিল। এ পর্য্যন্ত যুক্তরাজ্যের সে সাধারণ সভাগৃহে কোন মহিলার পদার্পণ হয় নাই! আজ সহসা তথায় এক রমণীকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সকলেই চমকিত। সেই রমণী ধীরে ধীরে তাঁহার স্বামীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "দেখ, স্বদেশের কল্যাণের জন্য, ভগবানের নামে—আমাদের দেশের নামে—আমার অনুরোধে তোমার মত পরিবর্ত্তন কর।" কি সাহস! স্বদেশের জন্য কি আশ্চর্য্য কল্যাণ কামনা! মুহূর্ত্তকালের জন্য চারিদিক্ নিস্তব্ধ, কোন শব্দ নাই—সকলে অবাক্ হইয়া সেই রমণী ও তাঁহার স্বামীর দিকে তাকাইয়া আছেন, এমন সময় স্বামী পূর্ণ উৎসাহের সহিত চিৎকার করিয়া বলিলেন "I change my vote from No to Aye." আমি আমার নাকে হাঁ করিলাম। এই কথা বলিতে না বলিতে চারিদিক হইতে সেই রমণীর নামে আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল, চারিদিক্ আনন্দ কোলাহলে পূর্ণ হইয়া গেল।

জর্জ টমসন নাম্নী এক প্রবীণা মহিলার অধিনায়কত্বে প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে এই রমণীদলের সূত্রপাত হয়। এই অল্পকাল মধ্যে এই মিতাচার প্রচারদলের সভ্যসংখ্যা ২,৫০,০০০ আড়াই

লক্ষ হইয়াছে, ইহার মধ্যে কেবল নিউ-ইয়র্কনগরেই ৮,৩৮৩ জন সভ্য। এইরূপ আমেরিকার নানা স্থানে এই সভার সভ্যেরা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। একদিকে যেমন ইহাঁদের উৎসাহ, কার্য্যকুশলতা ও শৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতে হয়, অন্য দিকে আমাদের দেশীয় মহিলাগণের অবস্থা চিন্তা করিয়া—তাঁহাদের শিক্ষাভাব ও আলস্য স্মরণ করিয়া প্রাণে গভীর ক্লেশের সঞ্চার হয়। জনহিতকর কার্য্য দূরের কথা—পরোপকার ও সামাজিক কল্যাণ দূরের কথা, তাঁহারা নিজেদের ও নিজ পরিবার ও সন্তানগণের মঙ্গল সাধনেও অনভিজ্ঞ ও অক্ষম বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। কবে যে এ দেশে পরনিন্দা ও পরচর্চ্চার স্থানে সদালাপ—আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া হাই তুলিতে তুলিতে দিন কাটাইবার পরিবর্ত্তে প্রতিবেশীগণের সেবাতে সময় ব্যয় হইবে জানি না। আড়াই লক্ষ স্ত্রীলোক স্বদেশের কল্যাণের জন্য একত্র হইতে পারেন, ইহাত আমাদের দেশে স্বপ্ন বা উপকথা বলিয়া বোধ হইবে। এত লোক বিশেষতঃ এতগুলি স্ত্রীলোক যে একত্র কাজ করিতে পারেন, তাহা কেহ বিশ্বাসই করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমেরিকাতে ইহা বাস্তবিকই প্রত্যক্ষ ঘটনা! আমাদের দেশে পাঁচ জন স্ত্রীলোক বা পুরুষ একত্র হইলেই কলহ ও মতভেদ হইয়া সব শেষ হইয়া যায়, আর আমেরিকার কত স্থানে কত স্ত্রীলোক একত্র হইয়া নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের পুরুষ অপেক্ষা আমেরিকার রমণীগণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও শিক্ষিত। আমরা আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া অভিমানে স্ফীত হই, অহঙ্কারে আমাদের পা পড়ে না, কিন্তু কেবল অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়া কে কবে বড়লোক হইয়াছে? বর্ত্তমান জীবনের প্রবাহ দেখিয়া—তাহার তেজ ও মাধুর্য্য দেখিয়া—তাহার প্রতিজ্ঞা ও আত্মরক্ষায় ভাব দেখিয়া লোক জাতীয় জীবনের মূল্য নির্দ্দেশ করে। এই জন্যই বলিতেছি যে আমাদের জীবনহীন পুরুষ ও স্ত্রীলোক অপেক্ষা ঐ সকল নারীজীবনের মূল্য অনেক অধিক। ইহাদের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক নগর পল্লীতে এক একটী স্থানীয় সভা আছে। সেখানে যে সকল কার্য্য হয়, তাহার বিবরণ বিভাগীয় সভা সমূহে প্রেরিত হয়। সেখানে সমস্ত প্রদেশের কার্য্যবিবরণ একত্রিত হইলে সে সভা তাহা জাতীয় মহাসভায় প্রেরণ করেন। এইরূপে একটী প্রকাণ্ড কার্য্যক্ষেত্রের সমস্ত কার্য্য নিঃশব্দে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইতেছে—কলহ নাই, বিবাদ নাই, কেমন সুন্দর! আমরা এ দেশের পুরুষেরা দশ জন একত্র হইলে বিরোধ ভিন্ন কথা নাই আর

সে দেশের মেয়েরা একত্র হইয়া কি আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছেন! বলিতে ও বুঝাইতে সক্ষমা স্ত্রীলোকগণকে পল্লীতে পল্লীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা যেখানে যান, সেই থানেই স্ত্রীলোকেরা উৎসাহের সহিত এই মিতাচারদলভুক্ত হইয়া সকল প্রকার মাদক সেবন হইতে কেবল আপনারা বিরত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করেন তাহা নহে, নিজেদের স্বামী ও পুত্রগণকেও সকল প্রকার মাদক সেবন হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পান এবং অনেক স্থলে তাহার সুফলও ফলিতেছে। এইরূপে আমেরিকার যুক্তরাজ্য নারীজীবনের এক মহৎ অদ্ভুত পবিত্র শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইটি ভাবিলে, মনে হয় কে যেন চুপে চুপে প্রাণের ভিতর হইতে বলিয়া দিতেছে ঐ যে পৃথিবীর এক প্রান্তে পুরুষ ও রমণী মিলিত হইয়া সমাজকে পবিত্রতর করিতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, কালে ঐ সম্মিলিত শক্তি সমগ্র পৃথিবীর মলিনতাকে পরাজয় করিবে—পাপের দুর্জ্জয় দুর্গে পবিত্রতার বিজয়পতাকা উড্ডীন করিবে। আজ পাপের প্রবল পরাক্রম সংসারের সমস্ত পবিত্রতাকে গ্রাস করিবার আয়োজন করিয়াছে—আশা হয় ঈশ্বরের সেনাদল তাঁহারই সেনাপতিত্বে সমগ্র মনসমাজকে জয় করিবে। ইঁহারা এত লোক একত্র হইয়া এত কাজ এমন সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে বর্ত্তমান সময়ে কুত্রাপি কোন রমণীদল ইঁহাদের সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে সমস্ত কার্য্য চল্লিশটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগ আবার ছয়টি প্রধান বিভাগের অন্তর্ভূত এবং ছয় জন কর্ম্মিষ্ঠ মহিলার উপর সেই ছয়টি বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছে। ১ম, সমিতির আয়তন বৃদ্ধি, ২য়, দুর্নীতি নিবারণ, ৩য় সুশিক্ষা বিস্তার, ৪র্থ, প্রচার, ৫ম,সামাজিক আন্দোলন ও ৬ষ্ঠ,রাজনৈতিক আন্দোলন। যে সকল মহিলা এই সকল বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহারা সে দেশের মাননীয় ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী। এদেশে যে বয়সে মেয়েরা সন্তানদির জননী হইয়া পরে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হন, সে দেশে সেই বয়সে মেয়েরা উৎসাহের সহিত লোকসেবাতে নিযুক্ত থাকেন। আমাদের দগ্ধ ভাগ্য কবে সুপ্রসন্ন হইবে—কবে আমরা দেখিব যে আমাদের জননী, ভগ্নী ও সহধর্ম্মিণী সংসারের সকল প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় নিজ পল্লীর ও স্বদেশের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করিবেন! ভারত মহিলার সাহায্য ভিন্ন ভারত সন্তান কখন উন্নতির পথে—জাতীয় জীবনের পথে—সত্য ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। আজ যে আলস্যের মেঘে ভারতের মুখ অন্ধকার—

আজ যে জড়তার জালে ভারত সন্তান জড়িত, কে উৎসাহের উত্তাপে সে মেঘ দূর করিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে? কে সে জড়তার জাল ছিন্ন করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করিবে? ভারত রমণী। ভারত রমণীর কোমল প্রাণ না গলিলে এদেশের কল্যাণ নাই। তাই বলি, পাঠিকা আপনি ভগ্নী হউন আর জননী হউন, আপনাকে করযোড়ে সবিনয়ে অনুরোধ করি একবার নিজেদের অবস্থার সহিত পাশ্চাত্য মহিলাগণের অবস্থার তুলনা করুন।

বৈদিক কালে নারীগণের অবস্থা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বেদের সময় সহমরণ বিধি অপ্রচলিত ছিল। যে মন্ত্রটি সহমরণের পোষক মত বলিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিসংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা উক্ত ব্যাপারের অনুকূল নহে, কিন্তু প্রতিকূল। গতবারে প্রবন্ধের শেষে যে অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সহমরণনিষেধক বচন। "অগ্রে" শব্দের পরিবর্ত্তে "অগ্নেঃ" মনে করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সতীদাহ বেদের অনুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। তাহা ঋগ্‌বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ সূক্তের ৭ সপ্তম ঋকের অনুবাদ। ইহার পরবর্ত্তী মন্ত্রেও বিধবা বিবাহের নির্দ্দেশ দেখ,—

"হে নারী! তুমি নির্জীবের সমীপে শয়ন করিয়া আছ, তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীব-লোকে (জীবিত লোকের নিকট) আগমন কর। এস, পাণিগ্রাহী ও গর্ভাধানকারী পতি হইতে তোমার জননীত্ব সম্ভূত হইয়াছে (অর্থাৎ তুমি সম্যক প্রকারে তোমার পুনঃপাণিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও)।"

এখন জানা গেল, বেদের ঋষিগণ, মৃত ব্যক্তির শোকাকুল ভার্য্যাকে স্বপতির অনুগমন-বিধি প্রদান না করিয়া, পুনরায় গৃহে আসিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, দ্বিতীয় বার স্বামিগ্রহণ করিতে বলিতেছেন। যে যে বেদমন্ত্র সহমরণের পোষক বলা হইয়াছিল, তাহা বিপরীত মত প্রচার করিতেছে, ইহা অল্প কৌতুকের বিষয় নয়।

স্বামীর মরণের পর তদীয় পত্নী, স্বীয় মৃত পতির নিকট শয়ন করিতেন, বেদের সময় এই নিয়ম ছিল। তৎপরে পুরোহিত, বিধবা রমণীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে বাম হস্তে ধরিয়া উল্লিখিত কথা গুলি বলিতেন। অনুবাদিত অংশে যাহা প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা বিধবা-

বিবাহ, বেদ-বিহিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতায় কেবল ঐ মন্ত্র দৃষ্ট হয়, এমন নহে; কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৬ প্র, ১ অনু, ১৪ মন্ত্রে) ও অথর্ব্ববেদে উহা সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছে।

অসবর্ণ বিবাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের বা শূদ্রের পরস্পর উদ্বাহ-প্রথা বেদের সময়ে প্রচলিত ছিল। অথর্ব্ব বেদে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে(৫।১৭।৮)।

অতি প্রাচীন কালে কত বয়সে বরকন্যার পরিণয় হইত, তাহার যথাযথ বিবরণ বেদে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের যে অধিক বয়ঃক্রম-কালে বিবাহ হইত, দুই এক স্থলে তাহার প্রমাণ আছে। দীর্ঘতমার পুত্র কাক্ষীবান্ ঋষি,ঋগ্বেদসংহিতার ১১৭ সূক্তের ৭ঋকে অশ্বিদ্বয়ের যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহার একাংশে লিখিত হইয়াছে,—"ঘোষা জরাগ্রস্ত হইতেছিল, আপনারা তাঁহাকে স্বামী প্রদান করিয়াছিলেন।"

ইহা অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ার একটী প্রমাণ। কেহ কেহ বলেন, ঘোষা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এ কারণে তাঁহার অধিক বয়সে পরিণয় হয়। এই বিষয়েও কিছু বক্তব্য আছে। ঘোষা যে কুষ্ঠরোগ মুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারও বর্ণনা আছে। পীড়া জন্য প্রথমে কিছু বিলম্ব হইলেও, প্রাচীন অবস্থায় বিবাহ কেবল ঐ কারণেই হয় নাই। শুদ্ধ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমরা ইহাতে মতামত দিতেছি না। রোমশা নাম্নী কামিনীর বৃত্তান্ত এ বিষয়ের ভিন্নরূপে সাক্ষ্য দান করিতেছে।

স্মৃতি শাস্ত্রে যে আট প্রকার বিবাহ আছে, তন্মধ্যে আসুর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ-প্রণালী পুরাকালে বর্ত্তমান ছিল। বেদে ইহার নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। গান্ধর্ব্ব বিবাহে স্ত্রীগণ পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারেন। স্মৃতি ও পুরাণ,বেদের মতানুসরণ পূর্ব্বক এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যম-যমী-সংবাদ-পাঠে এই ব্যাপার সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বয়ংবর-প্রথাও তাদৃশ প্রাচীন কালে সমাজে চলিত। ঋগ্বেদসংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১২ দ্বাদশ ঋকে ইহা অবগত হওয়া যায়। স্বয়ংবর ও গান্ধর্ব্ব পরিণয় দুই স্বতন্ত্র বিষয়, ইহা সকলে স্মরণ রাখিবেন। গান্ধর্ব্ব বিবাহে বর-কন্যা পরস্পর সম্মত হইয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বয়ংবর-বিবাহ ওরূপ নয়। ইহাতে কন্যা ভর্ত্তৃনির্ব্বাচন করিবার অধিকারিণী। এই দুই প্রথা যে কালে বর্ত্তমান ছিল, তাহা এ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে।

নারীগণের প্রতি বেদে কেমন সম্মান ও সমাদর প্রদর্শিত হইয়াছে, সংক্ষেপে দুই প্রবন্ধে তাহা আলোচিত হইল। দাসীদের প্রতি ব্যবহার নিরীক্ষণ করিলে বেদের বিধান এ সম্বন্ধে কিরূপ উন্নত ভাবের ছিল, জানিতে পারা

যাইবে মনে করিয়া, তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

কবষ, দাসীর তনয় হইলেও, ঋক্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত কতিপয় মন্ত্র প্রণয়ন করেন। যদিও প্রথম প্রথম কোন কোন ঋষি তাঁহার সহিত ভোজন করিতে অস্বীকৃত হন, কিন্তু পরিশেষে আর সে ভাব ছিল না। ঋক্ রচনা করিয়া তিনি স্বয়ং একজন ঋষি হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার মাতারই শ্লাঘার বিষয়। আদিরাজ মহিষীর দাসীর গর্ভে ও দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে কাক্ষীবানের জন্ম হয়। তিনিও ঋক্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের সঙ্কলনকর্ত্তা। এই সকল দেখিয়া বলিতে হয়, বর্ণ বিচার করিয়া প্রাধান্য অপ্রাধান্য নির্দ্ধারণ করা অপেক্ষা তখন জ্ঞানের মহিমা অধিক ছিল। হুতাশন যতই ভস্মাচ্ছাদিত থাকুক না কেন, তাহাকে চির-প্রচ্ছন্ন রাখা একান্ত অসম্ভব।

ফুল।

বৃক্ষোপরি প্রস্ফুটিত হইয়া আহা কি শোভাই ধারণ করিয়াছ! তোমার রূপের ছটায় ভুবন আলোকিত, তোমার সুগন্ধে জগৎ মোহিত। তুমি অলঙ্কার-প্রিয় যুবতী ললনাকুলের কবরী-ভূষণ। তুমি প্রকৃতি-কুমারী সরলা পার্ব্বত্য অঙ্গনাগণের অঙ্গাভরণ, তুমি ইউরোপীয় যুবকবৃন্দের বক্ষের মণি, তুমি ভাবুকের নয়নানন্দকর অমূল্য ধন। তুমি মহারাজ চক্রবর্ত্তীর শয্যা শোভিত করিয়া রহিয়াছ, তুমি দরিদ্রের কুটীরেও পূজিত হইতেছ। কবি কল্পনার তুলি হস্তে করিয়া নিবিষ্টচিত্তে তোমার রূপ নিরীক্ষণ করিতেছে, ধার্ম্মিক জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে তোমার শোভা বিলোকন করিয়া মুগ্ধ হইতেছে। পথিক ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার ইন্দ্রজালে আকৃষ্ট হইয়া স্থিরচিত্তে তোমার নিকট দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বাস্তবিক তুমি জগতের সর্ব্বলোক-পূজিত। জ্ঞানী মূর্খ, রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সমস্বরে তোমার প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছে। এত সমাদৃত, এত পূজিত, এত প্রশংসিত হইয়াও হে পুষ্প তুমি নিরহঙ্কৃত, রূপে গুণে অনুপম হইয়াও মাৎসর্য্য-বিরহিত, প্রশংসা এবং স্তুতি বাক্যে অবিচলিত থাকিয়া কেবল নিস্তব্ধভাবে বিশ্বপতির মহিমা এবং গুণ গৌরব কীর্ত্তন করিতেছ। আমি মানব—সামান্য প্রশংসাবাদেই আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান হয়, আনন্দে উন্মত্ত হইয়া জগৎকে তুচ্ছ করি। পুষ্প! তোমার মত সর্ব্বজন-সমা-

দৃত হইলে না জানি আমার কি হইত! আমি চাহি না প্রশংসা, আমি চাহি না অভিমান। হে ফুল, আমি তোমার মত হইতে চাই। আমি ফুটিব, আমি সুগন্ধ বিস্তার করিব, বিধাতার বিধান এই; কিন্তু আমি গর্ব্বিত হইব না,প্রশংসার আপাতমধুর বীণাধ্বনিতে আমি কর্ণপাত করিব না, অবিচলিত হইয়া তোমার মত বিশ্বপতির মহিমা কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকিব। তুমি যেমন ফুলটী গাছে ফুটিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতেছ,আমি সেইরূপ মানব সমাজে জ্ঞান প্রেম পবিত্রতা সাধনে জীবনের ব্রত সম্পাদন করিব। ওহে ফুল! তোমার আমার অহঙ্কার করিবার কি আছে? দেখ, আমাদের উভয়ের কর্ত্তা যিনি, তিনি রূপে গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও নিরহঙ্কারী। তিনি নিজ মহিমাতে নিজে প্রকাশিত হইয়াও গৌরবে গর্ব্বিত হইতেছেন না। অহঙ্কারী মানবের মত হুজুক্তি-ধ্বনিতে জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে যাইয়া নিজ গৌরব গাথা প্রচার করিতেছেন না। ফুল, তিনি তোমারও আদর্শ, তিনি আমারও আদর্শ, তিনি প্রত্যেক নর নারীর আদর্শ। যদি জগতের নর নারী একবার তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে,তাহা হইলে অমনি অহঙ্কার লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া, সত্রস্তে মানব হৃদয়কে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। রূপে গুণে নিরুপম যিনি, তাঁহার তুলনায় মানবের রূপ গুণ ত ছায়। মানব মানবের সহিত আপনাকে তুলনা করে, তাই অহঙ্কার অলক্ষিতভাবে মানবের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয়। তাই ফুল আমি সাবধান হইব, আদর্শ দ্বারাই নিজের রূপ গুণ পরিমাণ করিব! কদাচ মতিভ্রান্ত হইয়া অপরের রূপ গুণের সহিত আত্মতুলনা করিব না। যদি কখনও এইরূপ ভ্রমে পতিত হই, ফুল তখন তুমি আমাকে সতর্ক করিয়া দিও। দেখিও, আমি আমার কর্ত্তব্য ভুলিলেও তুমি তোমার কর্ত্তব্য ভুলিও না।

সন্তোষ ক্ষেত্র।

যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দু আর্য্যদিগের কীর্ত্তি কলাপে অবশ্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন, এবং অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুরুষগণের প্রতি বিনম্রভাবে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখাইবেন। আর্য্যগণের কীর্ত্তি কেবল যুদ্ধ বিগ্রহেই শেষ হয় নাই। বীরত্ব বৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় ও দানশীলতা প্রভৃতিতে আর্য্যগণ আজ পর্য্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকটে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। প্রতাপ সিংহ প্রভৃতির ন্যায় ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে, বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্ম-

নিষ্ঠার মোহিনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছে এবং শিলাদিত্য প্রভৃতির দানশীলতার অপূর্ব্ব মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে। আজ ভারতের ঐ দানশীলতার কয়েকটি কথা এস্থলে বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কাণ্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইত। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমি ঐ মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে ঐ ভূমি "সন্তোষ ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসব প্রাচীন ভারতের একটি প্রধান ঘটনা। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। এক একটি ভোজন গৃহে একবারে প্রায় হাজার লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী, পিতৃমাতৃহীন, আত্মীয় বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভীরাজ্যের অধিপতি ধ্রুবপতি ও আসামরাজ ভাস্কর বর্ম্মা ঐ করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ঐ করদ ভূপতির ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য সন্তোষ ক্ষেত্রের চারিদিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতির সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধি-পরিচায়ক ছিল। বিতরণ সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষ ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে এই আশঙ্কায় উহার চারিদিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। ঐ ক্ষেত্র গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলের ঠিক পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতি ক্ষেত্রের পশ্চিমে এবং ক্ষেত্র ও অভ্যাগত দলের মধ্য ভাগে সৈন্য স্থাপন করিতেন। আর ভাস্কর বর্ম্মা যমুনার দক্ষিণ তটে আপনার সৈন্য দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দু ধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদর সহকারে

আহ্বান করিতেন এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেবমূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু এবং তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা সম্পাদন করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরিত হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা-পূজকেরা এবং দশ দিন ব্যাপিয়া পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীর-শোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই বহুমূল্য আভরণ রাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য যোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট সুখ সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপে দান করিবার জন্য, আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্যরক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্রস্বভাব চীন দেশীয় শ্রমণ হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ভারতের প্রাচীন ভূপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ ও অন্তিমে অনন্ত সুখের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্ম সঞ্চয় মানসে ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু উহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংস্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইহাদিগকে সকল সময়ে ঐ উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ দিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল।

ঐ উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য ইহারা সর্ব্বদা দানবীর রাজার কুশল কামনা করিতেন এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এ দিকে সাধারণেও ঐ অসাধারণ ব্যাপার দেখিয়া রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এইরূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। অধিকন্তু যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া শেষ রাজ-সিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব দেখিয়া আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্য কীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ যবনের পর ইঙ্গরেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতা স্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গড়াইয়া না পড়িত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয় ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে ঐ প্রাচীন আর্য্য কীর্ত্তির অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যাইত। আজও ঐ অপূর্ব্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে দুলিতে থাকিত। ভারতের দুরদৃষ্ট বশতঃ ঐ অপূর্ব্ব দৃশ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ কয়জন ভারতবাসী ইহার জন্য নীরবে, নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন? কয়জনের হৃদয় পূর্ব্ব-স্মৃতির তীব্র দংশনে কাতর হয়? কে ইহার উত্তর দিবে?

ভিক্টোরিয়া কলেজ।*

ভিক্টোরিয়া কলেজ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার বহুকাল স্থাপিত স্ত্রীবিদ্যালয় পরিবর্ত্তিত হইয়াই এই আকারে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য ঐ স্ত্রীবিদ্যালয়ে এ দেশে বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার বীজ রোপণ বা সূত্রপাত হয়। উহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রীগণের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষা সম্বন্ধে উচ্চ পদ পাইয়া তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা লাভের পরিচয় দিয়াছেন ও বিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন।

* পরিচারিকা হইতে উদ্ধৃত।

তাহার জন্ত অবশ্যই তাঁহারা এ বিদ্যালয়ের এবং উহার সংস্থাপকের প্রতি কৃতজ্ঞ আছেন। যখন শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের দ্বারা এ দেশে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা পুরুষদের অনুরূপ হইয়া স্থাপিত হইল, তাহার কিছু পরে ভিক্টোরিয়া কলেজের জন্ম হয়, স্ত্রীলোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, অথচ ঠিক যে প্রণালীতে পুরুষেরা শিক্ষিত হন সে প্রণালীর শিক্ষা না করেন, সংস্থাপক এই উদ্দেশ্যে ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল হইবার আশু ফল দেখা গেল। কলেজ স্থাপনের এক বৎসরের মধ্যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিনীগণ উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন, পুরস্কার লাভ করিলেন।

এই গুলি শিক্ষার বিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, শিল্প, চিত্রবিদ্যা, বাদ্য, রন্ধন রীতি, আর্য্যজাতির পুরা বিবরণ, সৃষ্টিতে ঈশ্বরের জ্ঞানকৌশল দর্শন, ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে কলেজের প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তিগণ পক্ষান্তে বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দিতেন। ফাদার লাফোঁ, প্রফেসার টম্সন সাহেব, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, স্বর্গীয় ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরি, উপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় ইহাঁরা দুই বৎসর কাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কলেজে সিনিয়ার জুনিয়ার দুই শ্রেণী। একটী বালিকাবিদ্যালয়ও ইহার সহিত সংযুক্ত। তাহার কার্য্য প্রত্যহ হয়, তাহাতে ছাত্রীগণ শিক্ষিত হইয়া কালে কলেজ শ্রেণীর উপযুক্ত হইতে পারিবেন। সিনিয়ার ক্লাশের ছাত্রীগণ ইংরাজীতে সেক্সপিয়ার ও বাইবেল গ্রন্থ পর্য্যন্ত, এবং জুনিয়র ক্লাশে ইমিটেসন অব ক্রাইষ্ট অবধি পরীক্ষা দিয়াছিলেন সুবিদ্বান গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইত্যাদি, ব্যক্তিগণ পরীক্ষক হইয়াছিলেন। পরীক্ষায় সুফল হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় সংস্থাপক মহাত্মার পরলোকগমনের পর বিদ্যালয় সুশৃঙ্খলায় চলিতেছিল না। গত দুই বৎসর হইতে কুচবিহারের মহারাণী ইহার ভার গ্রহণ করিয়া বিধিমতে ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে যত্ন করিয়াছেন, এবং অনেকটা কৃতকার্য্য হইতেছেন। এখন বালিকাবিদ্যালয়ে এক শতের অধিক ছাত্রী। বর্ত্তমানকালে বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীরা জুনিয়র পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। বড় লাট এবং ছোট লাট বাহাদুরের পত্নী এই বিদালয় পরিদর্শন করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। ছাত্রীগণ সময়ে সময়ে রন্ধন কার্য্যেও শিক্ষা লাভ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে স্কুল বন্দ ছিল, এখন হইতে প্রতি শনিবারে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হইবে এইরূপ স্থির হই-

যাছে। পরীক্ষার্থিনীগণ বক্তৃতার সার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন, এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবেন। কেবল যে এখানকার ছাত্রীগণ পরীক্ষা দিবেন, তাহা নহে, ইচ্ছা করিলে বিদেশস্থ মহিলাগণও পরীক্ষা দিতে পারেন। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আবার স্বতন্ত্র পরীক্ষা এবং তদুপযুক্ত পারিতোষিক নির্দ্ধার্য্য হইবে। রঞ্জন চিত্র এবং রচনা এই তিন বিষয়েও পৃথক্ পৃথক্ পরীক্ষা হইবে। উত্তীর্ণ ছাত্রীগণ উপযুক্ত পারিতোষিক পাইবেন। ইতিপূর্ব্বে যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে বিদেশ হইতে কয়েকটী নারী পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এবারেও যাঁহারা পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন, পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে আবেদন করিবার নিয়ম আছে। আগামী বৎসরের জন্য নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণের বক্তৃতা দিবার কথা আছে:—

ফাদার লাফোঁ, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায়, প্রফেসর টমসন সাহেব, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত, ডাং লেডি স্থপিরিয়রেস্।

একজন লেডি স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট অর্থাৎ স্কুলের তত্ত্বাবধারিকা নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি কলেজ গৃহে বাস করিবেন এবং সমুদয় তত্ত্বাবধান করিবেন। বালিকা স্কুলের ইংরাজি শিক্ষার এবং গীত, বাদ্য শিক্ষার ভার লইবেন। তদ্ভিন্ন শিক্ষাকার্য্য স্কুলের ভদ্র মহিলাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। তাঁহারা প্রায় সকলে স্ত্রীবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী, এইটীই প্রশংসার বিষয়। স্কুলের একটী কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি বা সভা স্থাপিত হইয়াছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের স্থাপিত বিদ্যালয় পুনর্জ্জীবিত করিয়া এবং তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া এবং উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য করিয়া কুচবিহারের মহারাজ ও মহারাণী এ দেশের সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া অনেক ব্যয়সাপেক্ষ, তাহার ভারও মহারাণী অকাতরে বহন করিতেছেন। ঈশ্বরপ্রসাদে এই প্রশংসনীয় কার্য্যে তিনি কৃতকার্য্য হউন এবং তাঁহার সাধু মহাত্মা পিতার মনোরথ পূর্ণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। আমাদের অনুরোধ দেশ বিদেশস্থ সকলে এই বিদ্যালয়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

ভাষার উৎপত্তি।

বৃক্ষ-পত্র কে না দেখিয়াছে? কিন্তু এই সামান্য পদার্থে যে অতীব আশ্চর্য্য সৃষ্টি-কৌশল আছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেহ সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। অনুক্ষণ দর্শনে ও সুপরিচয়ে বস্তুর বৈচিত্র্য থাকে না।

তদ্রূপ, আজ আমরা যে ভাষা লইয়া এত নাড়া চাড়া করিতেছি, যে ভাষা লইয়া সভা সমিতি করিতেছি, ঈশ্বরের সকাশে কাতরপ্রাণে বিগলিত নয়নে সকলে সমবেত হইয়া হৃদয় খুলিয়া প্রার্থনা করিতেছি; যে ভাষা লইয়া বক্তৃতা করিতেছি, ক্রীড়া কৌতুক করিতেছি, অপরকে সুখী করিতেছি, নিজে সুখী হইতেছি, সে ভাষা কম বিস্ময়জনক পদার্থ নহে। অহর্নিশ প্রতিক্ষণ ব্যবহারে বৃক্ষ-পত্র বা মানব বিনির্ম্মিত পদার্থের ন্যায় আমরা ইহার মুগ্ধকারিতা অনুভব করি না। তাই বলিয়া কি ইহার মুগ্ধকারিতা একবারে নষ্ট হইয়াছে? কখনই নয়। ভাবুক একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে সকলই পাইবেন—ইহার বৈচিত্র্যে পুনরায় বিমুগ্ধ হইবেন। ভাষার মূলে ঈশ্বরের হস্ত থাকিলেও, আমরা কখনও এরূপ অনুমান করিতে পারি না যে, ইহা একবারে পূর্ণাবস্থায় মানবকে প্রদত্ত হইয়াছে। যদ্যপি আমরা এমন সময়ের বিষয় কল্পনা করিতে পারি, যখন কোন কথা জানা ছিল না, তাহা হইলে স্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে যে, আদৌ মনুষ্য যাহা অনুভব করিত, তাহা হৃদয়-ভাবোচ্ছ্বাস-প্রকাশক কোন প্রকার চীৎকার ধ্বনি দ্বারা ব্যক্ত হইত। এই ধ্বনির সহিত অঙ্গভঙ্গি ও অঙ্গচালনা করিতে হইত। এই সমস্ত সঙ্কেত প্রকৃতিই মনুষ্যজাতিকে শিখায় ও সকলে তাহা বুঝে। কেহ কাহাকে কোন বিপদ-সঙ্কুল স্থানে যাইতে দেখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার চেষ্টায় ভয়-জ্ঞাপক অঙ্গভঙ্গি ও ধ্বনি করিয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের ভাষায় অজ্ঞ এরূপ দুই ব্যক্তি কোন জনশূন্য স্থানে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে চাহিলে ঠিক্ এইরূপ করিয়া থাকে। এই হেতু বিস্ময়সূচক শব্দগুলি ভাষার উপক্রমণিকা। যখন জ্ঞাপন-বিস্তৃতি আবশ্যক হইল ও পদার্থের নাম নির্দ্দিষ্ট হইতে লাগিল, তখন শব্দ দ্বারা বস্তুর প্রকৃতি অনুকরণ করা ভাব ব্যক্ত করিবার সদুপায় বলিয়া বিবেচিত হইল। যেমন চিত্রকর তৃণ চিত্র করিতে হরিদ্বর্ণ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ ভাষার শৈশবাবস্থায় তীব্র ভাব প্রকাশের জন্য তীব্র শব্দ ব্যবহৃত হইল। এস্থলে ইংরাজীর দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। Stতে স্থায়িত্ব, Flএ স্রোতঃ বহার ভাব, Blএ প্রশান্ত অধোগমন, Rএ দ্রুতগতি, Lএ শূন্য গর্ভতা বা গর্ত্ত বুঝায়। তখনকার বাক্যাবলীর ক্ষুদ্র ভাণ্ডার শীঘ্র নিঃশেষ হইত, এই জন্য বিস্ময় প্রকাশ ও ব্যগ্রতাপূর্ণ অঙ্গ ভঙ্গির প্রয়োজন হইল। অসভ্য লোকগণ ভাষার ক্ষুদ্র ভাণ্ডার হইতে ইচ্ছামত আপনাদিগের অভাব দূর করিতে পারিত না বলিয়া স্বর হ্রাস বৃদ্ধি ও স্বর হ্রাস বৃদ্ধির সহিত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে যত্ন পাইত। বর্ত্তমান সময়েও লোকে যে ভাষা উত্তম রূপে জানে না,

তাহাতে কথা কহিতে হইলে উল্লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিয়া থাকে। ভাষা যত দিন শব্দ-চিত্রিত চিত্র-পট-নিভ রহিল, ততদিন লঘু ও গুরু উচ্চারণে কোমল ভাবে ও তেজে শব্দগুলি উচ্চারিত হইত। এই কারণে প্রাচীন ভাষা সকল ক্রন্দন বা সংগীত ধ্বনি পূর্ণ ও শব্দ তারতম্য অঙ্গভঙ্গি-ব্যঞ্জক।

অনেকে মনে করেন যে, ভাষার উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে সংসাধিত হইলে অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। প্রত্যুত ভাষার প্রথমাবস্থায় অলঙ্কারের সৃষ্টি। কারণ প্রত্যেক বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ নামের অভাবে লোকে প্রথমে একটি নাম অনেককে দিতে বাধ্য হয়, বাধ্য হইয়া রূপক তুলনা ও সম্বন্ধ বিচার দ্বারা সেগুলি প্রকাশ করে। অন্য কোন ভাবাত্মক শব্দ প্রকাশিত হইবার অনেক পুর্ব্বে, ইন্দ্রিয়গোচর জড়পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান প্রাচীনেরা লাভ করিলেন। প্রাচীন ভাষাগুলি ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থ-জ্ঞাপক শব্দাবলিতে সংগঠিত বলিয়াই আলঙ্কারিক। সে ভাষা সকলে ইচ্ছা অনিচ্ছা, শোক দুঃখাদি মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপায়ান্তর নাই। অতীন্দ্রিয় ভাবের সহিত ইন্দ্রিয়গোচর যে সকল পদার্থের অধিক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, সেসমস্ত হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা হইল। এইরূপে অতীন্দ্রিয় মানসিক ভাবগুলি অন্যের সমক্ষে ধরিতে পারাগেল। শুধু আবশ্যক হইল এমত নহে, সমাজের তরুণাবস্থায় মনুষ্যজাতি বিস্ময়াদি মনোবেগের আয়ত্তাধীন ছিলেন। তাঁহারা বিচ্ছিন্নভাবে পরস্পর পরস্পর হইতে দূরে বাস করিতেন, বস্তুর গূঢ় তত্ত্ববিষয়ে অপরিচিত ছিলেন, প্রতি দিন নূতন অদ্ভুত বিষয় অবলোকন করিতেন। সুতরাং তাঁহারা অত্যুক্তির দিকে বেশি আকৃষ্ট হইতেন। এই হেতু অধিকাংশ প্রাচীন ভাষায় রচনাপ্রণালী অলঙ্কারপূর্ণ। এই নিমিত্ত বাইবেলের ওল্ড টেষ্ট্যামেণ্টের ভাষা আলঙ্কারিক। তদনন্তর ভাষা যেমন উন্নতির সোপানে উত্তরোত্তর আরোহণ করিতে লাগিল, সালঙ্কার রচনা পদ্ধতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। যখন প্রাচীনেরা প্রত্যেক বস্তুর সুন্দর ও উপযুক্ত নাম পাইলেন, প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিবার রীতি অর্থাৎ বাগাড়ম্বর তিরোহিত হইল। রচনা-প্রণালী অবধারিত হওয়াতে ভাষা সরল হইয়া উঠিল,—কল্পনার প্রাদুর্ভাব হ্রাস হইল। পরস্পর পরস্পরকে জানিবার উপায় অধিকতর বিস্তৃত হওয়াতে অর্থ প্রকাশ করিতে বিশদ রচনা এখন মুখ্য উদ্দেশ্য হইল—কবির স্থান দার্শনিক অধিকার করিলেন। ভাষার উন্নতি ও মানবের বয়সের উন্নতি উভয়েই সমান! যুবাতে কল্পনা বলবতী, প্রৌঢ়ে বিবেক।

এক্ষণে লেখার বিষয় কিছু বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা বাক্‌শক্তির উন্নতাবস্থা মাত্র। অতএব

বলা বাহুল্য উহার অনেক পরে ইহার জন্ম। প্রথমে লোকে নিকটস্থ উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে চেষ্টিত হইলেন। তৎপরে, অনুপস্থিত দূরদেশবর্ত্তী ব্যক্তিগণের সহিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন অর্থাৎ অক্ষর দ্বারা আলাপ করিতে উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অক্ষর দ্বিবিধ, শব্দের চিহ্ন ও বস্তুর চিহ্ন। প্রতিকৃতি, প্রাচীন মিশরীয় সাঙ্কেতিক ভাষা (hieroglyphics) এবং অন্যান্য নিদর্শন এইগুলি বস্তুর চিহ্ন। শব্দের চিহ্ন দ্বারা বর্ণমালা বুঝায়। এই দুই শ্রেণী সম্পূর্ণ পৃথক্—কাহার সহিত কাহার কোন রূপ ঐক্য নাই। লিখিবার প্রথম উদ্যম প্রতিকৃতি। অনুকরণ মানবের অন্তরে এরূপ স্বতঃ সিদ্ধ যে, সর্ব্বকালের সর্ব্বজাতির মধ্যে বস্তুর প্রতিরূপ গ্রহণ করিবার কোন না কোন উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। মনে কর কেহ কাহাকে অস্ত্রাঘাতে মারিল। লোকে ভূতলে পতন এক জন এবং তৎপার্শ্বে সাংঘাতিক অস্ত্রধারী আর এক জনের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া ঐ দুর্ঘটনা জনসমাজে প্রচার করিত। ইহাদ্বারা বস্তু বা ঘটনা সুব্যক্ত হইল বটে, কিন্তু দর্শনেন্দ্রিয় অতীত আর কিছু জানা গেল না। এই অভাব কিয়দংশ মোচনার্থে কালক্রমে হায়রোগ্লিফিকের সৃষ্টি হইল। ইহা লিখিত ভাষার উন্নতির দ্বিতীয় সোপান। ইহাতে কোন অদৃশ্য বস্তুর সহিত কোন দৃশ্য বস্তুর কোনও রূপ মিলন অবলম্বন করিয়া তদ্বিষয়ক সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রযুক্ত হইত। যথা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, মূর্খ ব্যক্তি যাহা দেখিতে পায় না, জ্ঞান চক্ষু দ্বারা, জ্ঞানী অনায়াসে তাহা দেখিতে পান। অতএব চক্ষু আঁকিয়া দিলে জ্ঞানরূপ চক্ষু অর্থাৎ জ্ঞান বুঝাইল। ইহার পর কোন বিশেষ দ্রব্যের পরিবর্ত্তে এমন কোন বিশেষ দ্রব্যের চিহ্ন অবলম্বিত হইল, যে দ্রব্যের সহিত সে চিহ্নের কিছু মাত্র সৌসাদৃশ্য অনুমিত হয় না। পেরুনিবাসীদিগের মধ্যে এবম্বিধ লিখন প্রচলিত ছিল। অবশেষে কোন অদ্বিতীয় মহাত্মার আবির্ভাব হইল। তিনি অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া অনির্ব্বচনীয় অশেষ মঙ্গল সাধন করিলেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তাঁহার নাম ধরাতলে বিদিত নাই। বিদিত থাকিলে তাঁহার নাম ঘরে ঘরে পূজিত হইত। তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার কীর্ত্তি কখনও বিলুপ্ত হয় নাই—হইবারও নয়। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, তত দিন তাঁহার কীর্ত্তি বিরাজ করিবে, ও প্রতিভায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হইবে। যে অক্ষর সভ্য জাতির অন্যতম প্রধান শক্তি; যে অক্ষর আজ পত্রাকারে পরিণত হইয়া স্বাধীনতায় পুষ্টি সাধন করিতেছে, বৃটিশ-কেশরীরাজ যাহার বলে বলীয়ান, যে অক্ষরের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ভারত হিতৈষী মেটকাফ মহোদয় আপনাকে

চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার প্রদত্ত অধিকার বলে আজ আমরা পর-পদতলে বিদলিত হইয়াও মস্তকোত্তলোন করিতে সমর্থ হইতেছি; যে অক্ষরের বলে আজ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল হইয়া রাজ সন্নিধানে নির্ভীক অন্তরে দণ্ডায়মান; সে অক্ষর কি তুচ্ছ পদার্থ? তাহা অমূল্য, তাহার জন্ম-দাতার নাম যেমন চিরকালের জন্য লুক্কায়িত, তাহার জন্ম কালও সেইরূপ অনিশ্চিত। কোন্ সময়ে অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহার স্থিরতা নাই, তবে এতটুকু বলা যাইতে পারে, যে মুষালিখিত গ্রন্থাবলী হইতে আভাস পাওয়া যায় যে, তাঁহার সময়ের অনেক পূর্ব্বে য়িহুদী ও মিশরীয়গণ ইহার ব্যবহার করিত। কথিত আছে ক্যাডমস্ নামে ফিনিশীয় কর্ত্তৃক ইহা গ্রীসে আনীত হয়। ইনি যোসুয়া ও দায়ূদের সম-সাময়িক ছিলেন। প্লেটোর মতে থিউথ নামে মিশরীয় ইহার স্রষ্টা, ইনি গ্রীকদিগের দেবদূত মারকরী। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে বলেন কাডমস্ মিশরের থিবস নগরবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ মুষা মিশর হইতে কেনানে অক্ষর লইয়া যান তথায় ফিনিসীয়গণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া পরে গ্রীসে আনীত হয়। ইহাতে ইহার প্রাচীনত্ব বোধগম্য হইতেছে। অক্ষর সংখ্যা প্রথমে অল্প মাত্র ছিল, তৎপরে বৃদ্ধি হয়। ইংরাজী অক্ষর সংখ্যা প্রথমে ১৬টি মাত্র ছিল, এখন ২৬টী হইয়াছে। আমরা এখন যেমন বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে লিখি, প্রথমে দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে লেখা হইত। অদ্যাবধি আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষায় এই শেষোক্ত প্রথা প্রচলিত। গ্রীকগণ একটি স্বতন্ত্র লিখিবার রীতি আরম্ভ করেন। একটি পংক্তি দক্ষিণ দিক হইতে বাম দিকে, অপরটি বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে। এই রীতিকে (Boustrophedon) "বলীবর্দ্দ ক্রম" বলে। বলীবর্দ্দ যেরূপে ভূমি কর্ষণ করে, উহা সেইরূপ, এইনিমিত্ত উহার ঐ নাম। বহুদিবসাবধি অক্ষর খোদিত হইত। স্তম্ভ, প্রস্তর ও ধাতুফলক এই অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়। পরে বৃক্ষ পত্র, বল্কল, কোন কোন দেশে লৌহ লেখনী উপযোগী মোম মৃত্তিকা প্রভৃতি কোমল দ্রব্য লিপ্ত পরিষ্কৃত কাষ্ঠখণ্ড এই জন্য আবশ্যক হইয়াছিল। উড়িষ্যা অঞ্চলে তালপত্র ও লৌহলেখনীর এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাদা মাখান শেলেটের মত তক্তার অদ্যাবধি ব্যবহার আছে। বর্ত্তমান সময়ের কাগজে লিখিবার প্রথা খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হয়। লেখা বহুদূর বিস্তৃত ও দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইতে পারে। কথা যদিও সেরূপ নহে, কিন্তু ইহাতে অধিকতর তেজস্বিতা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ষট্‌ সহোদরা।

তারা ছয়টী ভগিনী;
ছয়টী ভগিনী নহে, ছয়টী নাগিনী।
বিষ দন্তে দংশে যারে,
সে তীব্র গরল ধারে,
জর জর কত তার করে যে পরাণী—,
হা ধিক্ ! রাক্ষসী এরা নিরেট পাষাণী।
কলির নন্দিনী তারা,
কুগ্রহ রাহুর দারা,
অলক্ষীর প্রিয় সখী, পাপ প্রসবিনী।
শনির প্রধানা চেড়ী,
কৃতান্তের লৌহ বেড়ী,
অশুচির প্রতিকৃতি, চণ্ডাল রূপিণী।
আকাশের ধূমকেতু,
অযুত দুর্জাত হেতু,
নরকের কুম্ভীরূপা, কুহকী, ডাকিনী,
ভৈরবী, পিশাচী, দানা, যোগিনী শাকিনী,
—ছয়টী ভগিনী।

—

প্রথমা শ্রীমতী মনোজ্ঞা সুন্দরী ;
প্রেম সরে তর তর তরল লহরী।
ভ্রূযুগে কাঞ্চন রেখা,
অধরে হাসির লেখা,
বিলোল নয়ন দুটী চপল সফরী।
বেণী বদ্ধ কেশ ভার,
কণ্ঠে দোলে ফুল হার,
সুরভি চর্চ্চিত তনু মনোমুগ্ধকরী।
পরিধেয় রক্ত বাস,
মুখে মৃদু রসাভাস,
মূর্ত্তিমতী যেন মর্ত্তে স্বর্গ বিদ্যাধরী।

কিন্তু এ সুষমা রাশি,
মৃদুভাষ, মৃদু হাসি,
সব প্রবঞ্চনা ; বামা দুষ্টা যাদুকরী।
কপট প্রণয় নীরে মগ্ন দেহ তরী ;
আশু ভোগে লিপ্ত সদা ভবিষ্য পাসরি।
কলঙ্কের ধ্বজোপমা,
নিরয় সোপান সমা,
দুষ্কৃতির প্রতিকৃতি, বিষের বল্লরী ;
দেবী রূপে কাল বিষধরী।

—

কোপনা সুন্দরী নামে দ্বিতীয়া ভগিনী;
অনল স্ফুলিঙ্গ বামা চামুণ্ডা রূপিণী।
রক্ত জবা অক্ষি দুটী,
নিয়ত ঘূর্ণিছে ছুটি,
ভ্রূকুটি-কুটিল আস্য, ভৈরব নাদিনী।
কড়মড় দন্ত পাঁতি,
আস্ফালন দিবা রাতি,
সংহার মূরতি ভীমা, শমনসঙ্গিনী।
রোষ দৃষ্টি করে যারে,
সুতীক্ষ্ণ নখর ধারে,
বিদারি উরস, রক্ত পিয়ে সে বাঘিনী।
নাহি ক্ষমা, ক্ষান্তি, মায়া,
প্রলয়ের প্রতিচ্ছায়া,
রৌদ্ররূপা, উগ্রচণ্ডা, ঘোর চণ্ডালিনী,
ত্রিলোকের ভীতি সঞ্চারিণী।

—

তৃতীয়া শ্রীলোলুপা কুমারী ;
উদরসর্ব্বস্বা ধনী—সদাই ভিখারী।
ক্ষুধিত কুক্কুরী নিভা,

লক লক লোল জিভা,
যা পায় গ্রাসিছে ; ধিক্ জঘন্ত সে নারী।
ভূগর্ভে বারিধি জলে,
মণিমুক্তা যত ফলে,
লভিলেও তৃপ্তি কভু নাহি হয় তারি।
পরার্থ শোষণে প্রীতি,
পর নিষ্পীড়ন নিতি,
হত্যা,চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি কিছুনা বিচারি ;
হা ধিক্ নীচতা তার যাই বলি হারি !

মূর্চ্ছনা সুন্দরী পুনঃ চতুর্থের নাম ;
অবিদ্যার অন্ধকূপ, মত্ততার ধাম।
চিত্তহারা, তত্ত্বহারা,
ঘোর পাগলিনী পারা,
হাসি কান্না, কান্না হাসি, নৃত্য অবিরাম।
না বুঝে অশুচি শুচি,
সুধা বিষে সম রুচি,
নাহি বোধ আত্মপর, দক্ষিণ কি বাম ;
নাহি সুখ, শম, শান্তি, জীবনে আরাম।

দম্ভলা কুমারী নামে পঞ্চম সোদরা ;
তৃণতুল্য জ্ঞান তার সসাগরা ধরা।
আপনারে ভাবে ধনী,
রমণীর শিরোমণি,
রূপে গুণে স্বর্গীয় অপ্সরা ;
শীলে, বংশে যেন আর,
সমকক্ষ নাহি তার,
সম্মান সম্পদে যেন ইন্দ্রাণী সোসরা।
তেঁই সদা উচ্চশির,
শৃঙ্গ যথা শিখরীর ;
না জানে নম্রতা বামা, সদা গর্ব্বপরা।
কটাক্ষ চপল অতি,
সদর্প চঞ্চল গতি,
পাদ ক্ষেপে ক্লিষ্টা তার দেবী বসুন্ধরা।

অসূয়া কুমারী নামে কনিষ্ঠ সবার ;
ভূতলে নরককুণ্ড সৃষ্টি বিধাতার।
আগ্নেয় অচল সম,
রাবণ শ্মশানোপম,
হৃদয় বালার !
ধক ধক জলি তনু করিছে অঙ্গার।
সদা চিন্তে কালামুখী,
সংসারে না থাকে সুখী,
নৃপতির সুখ রাজ্য হোক্ ছারখার ;
ধনাঢ্যের হর্ম্ম্য চূড়া,
ভাঙ্গি হোক্ শত গুঁড়া,
প্রতিবাসী শিরে হোক্ অশনি প্রহার।
পর সুখে হাহাকার,
পর চক্ষে অশ্রুধার,
পর ক্লেশে অভাগীর আনন্দ অপার।
আপনার নাহি ইষ্ট,
পর সুখে কেন ক্লিষ্ট,
তবু অনিবার ?
কোন্ মহা ঘোর পাপে,
অথবা কি ব্রহ্মশাপে,
এ দশা উহার ?
কেবা আছে এ রহস্য করিবে উদ্ধার ?
কিম্বা তথ্য বুঝিয়াছি সার,
দুঃখরাশি আহরিয়া,
তীব্র হলাহল দিয়া,
গঠিলা এমূর্ত্তি বিধি, পাপ অবতার ;
তেঁই, এদশা বামার। *

* ষট্ সহোদরা—ছয় রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

ষ্ট্রাসবর্গের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি।

ষ্ট্রাসবর্গ জর্ম্মণ দেশীয় একটী প্রাচীন নগর, বহুকাল ফ্রান্সের অধীনে থাকিয়া গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে পুনরায় জর্ম্মণদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই নগর হইতেই মুদ্রা যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি। খ্যাতনামা গটেনবর্গ ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে এখানে মুদ্রাঙ্কণ প্রণালী আবিষ্কার করেন। নগরটী প্রাকার-বেষ্টিত, দুর্ভেদ্য দুর্গ বিশিষ্ট এবং বহুল সৌধমালায় পরিশোভিত। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্ম মন্দির আছে। তন্মধ্যে সেণ্ট টমাস্ গির্জ্জা অতি সুন্দর, ইহার মত সুদৃঢ় সমুচ্চ মন্দির পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। ইহা রোমের সেণ্টপিটারের গির্জ্জা অপেক্ষাও উচ্চ। ইহার উচ্চতা ৪৬৬ পাদ। মন্দিরটী যেরূপ উচ্চ, সংযুক্ত গৃহ ও অঙ্গনও তদুপযুক্ত প্রশস্ত। ইহার ভিত্তি স্থাপন ক্লভিসের সমকালীন অর্থাৎ ৫০৪ খৃষ্টাব্দ। প্রাচীন গ্রথিত অংশ সকল এক্ষণে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সঙ্গীত-বেদী ফরাসীরাজ সার্ল্‌মানের নামে অভিহিত এবং দশম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই ইহার অনেক নূতন অঙ্গ সংযোজিত হইয়াছে। ভাস্করের পর ভাস্কর, শিল্পীর পর শিল্পী ইহার শোভা সম্পাদনে জীবন অবসান করিয়া ইহার বর্ত্তমান শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়াছে। ইহার বর্ণ গাঢ় কটা (Brown) বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত চূড়াটী দেখিতে এমন সুন্দর যে দূর হইতে একটা জরীর ফিতার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরীণ একটী স্তম্ভ একটী স্ত্রীলোকের নামে উৎসর্গীকৃত। এই স্ত্রীলোকটীর নাম সাবিনা, ইনি প্রসিদ্ধ শিল্পী আর উইলের কন্যা। অভ্যন্তর দেশ শিল্প ও চিত্রে সজ্জিত। তন্মধ্যে সৃষ্টির প্রকরণ, পরিত্রাণের চিত্রগুলি অতি মনোহর। শিখরোপরি আরোহণ করিবার সিঁড়ীগুলি অতীব সুন্দর। এত উচ্চদেশে উঠিতে অনেকটা ক্লান্তি হয় বটে, কিন্তু উঠিলে সমস্ত ক্লান্তি তিরোহিত হয়। উপর হইতে নগর প্রাকার ও দুর্গ সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং কিঞ্চিৎ দূরে অত্যুচ্চ গিরিরাজী তুঙ্গশুলি উত্তোলন পূর্ব্বক চির নিহার পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছে। চূড়ার চতুর্দ্দিকে কলস পরম্পরা মধ্যে সারস পক্ষী সকল কুলায় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এগুলিও একটী প্রধান দৃশ্য। এত উচ্চ দেশে এরূপ বৃহৎ পক্ষী গুলি কুলায় বানাইয়া নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি করিতেছে দেখিলে মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। উচ্চদেশে উঠিলেই যখন মনে উচ্চ ভাবের অভ্যুদয় হয়, তখন যাহারা নিয়ত উচ্চ দেশবাসী, না জানি তাহারা কত উন্নত স্বর্গীয় আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে।

কেথিড্রলের সমস্ত দেশই খোদকতা চিত্রে চিত্রিত। অনেকগুলি সুন্দর সার্সী বা কাচ নির্ম্মিত দ্বার আছে। কোন কোনটী ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। আচার্য্যের অনুপম সুন্দর বেদীটি ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানে একটী শিল্পদুর্লভ বৃহৎ ঘটিকা যন্ত্র আছে, ভূমণ্ডলে বোধ হয় অপর কোন স্থানে এরূপ অপূর্ব্ব বস্তু নাই। প্রসিদ্ধ শিল্পী সিউইলগু চারি বৎসরে (১৮৩৮-৪২) অত্যন্ত শ্রম ও কৌশলে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করেন। ইহা একটী বৃহৎ, সুন্দর ও সুচিত্র শিখরে সংস্থাপিত আছে। ইহার পূর্ব্বে তথায় একটী ষোড়শ শতাব্দির ঘটিকা ও তৎপূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দির নির্ম্মিত এক ঘটিকা যন্ত্র ছিল, ইহার শিল্প কৌশল দেখিবার নিমিত্ত প্রত্যহ লোকের অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে। ইহার উপরিভাগে কিঞ্চিৎ নিম্নে খৃষ্টের প্রতিমূর্ত্তি ঊর্দ্ধবাহু দণ্ডায়মান। দুই প্রহরের সময় বারজন প্রচারক (আপোসল) খৃষ্ট যে ক্রুস যন্ত্রে নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার এক একটী হস্তে লইয়া তাহার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে থাকে। সম্মুখের একটী চুড়ার উপর একটী কুক্কুট বসিয়া আছে। প্রচারক পিটারের গমনকালে ঘণ্টা বাজিবার পূর্ব্বে ও পরে পাখা ঝটপট করিয়া ডাকিতে থাকে। তন্নিম্নে মূর্ত্তিমান মৃত্যু ঘণ্টা বাজাইতেছে। অপর দিকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য মূর্ত্তি চতুষ্টয় প্রত্যেকে এক একটী কোয়ারটার (ঘণ্টার চতুর্থাংশ) বাজাইয়া গমন করিতেছে। ঘটিকার মধ্যদেশে একখানি শকট অবস্থান করিতেছে। ইহা বার প্রদর্শন করিয়া চলিতেছে এবং ঊর্দ্ধে চন্দ্রমা প্রতি তিথি কলা পরিবর্ত্তন করিয়া গমন করিতেছে। দুই দিকে দুই ক্ষুদ্র দেবদূত। একটী কোয়াটার বাজাইয়া থাকে ও অপরটি (hour glass) বালি ঘড়ী ঘুরাইতেছে ও ফিরাইতেছে। আরও কতকগুলি সূক্ষ্ম কল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার দ্বারা সৌরদিনমানের সময় নির্ণীত হইয়া থাকে। মূর্ত্তিগুলি প্রায় এক ফুট উচ্চ, কোন কোনটী আরও বড়। ষ্ট্রাসবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প ও বিজ্ঞান শাস্ত্রানুশীলন জন্য ভুবনবিখ্যাত। ইহার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে প্রায় ৪ লক্ষ ৯০,০০০ সহস্র পুস্তক আছে। ঘড়ী, বাদ্য যন্ত্র, গণিত যন্ত্র ইত্যাদির জন্য ষ্ট্রাসবর্গ চিরবিখ্যাত। মধ্যকালে কামান নির্ম্মাণের জন্যও ইহা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ষ্ট্রাসবর্গের প্রাচীন নাম অরজেনটোরেটম, ইহা রোমানদিগের প্রদত্ত। অষ্টম শতাব্দি হইতে ইহা বর্ত্তমান নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।